খণ্ড ৬, সংখ্যা ২০

এপ্রিল ১৬-৩০, ২০২৬

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

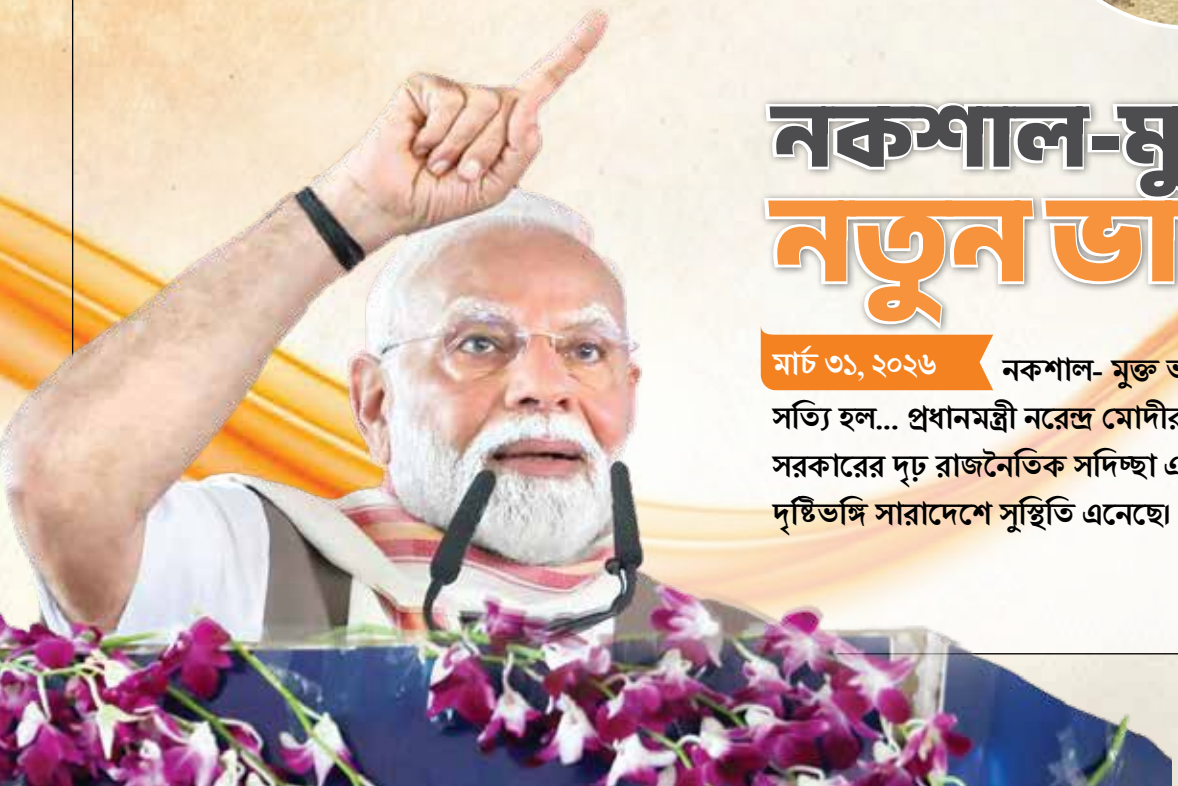

নকশাল-মুক্ত নতুন ভারত

মার্চ ৩১, ২০২৬ নকশাল- মুক্ত ভারতের স্বপ্ন সত্যি হল... প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং উন্নয়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি সারাদেশে সুস্থিতি এনেছে।

For e-copy

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আবেদন

ফিটনেসের দিকে নজর দিন ; চিনি এবং তেল খাওয়া কমান

প্রতি মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের জন্য অসংখ্য বার্তা এসে পৌঁছোয়। এর থেকে স্পষ্ট যে, এমন কি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও, মানুষ কত আগ্রহ নিয়ে এই অনুষ্ঠানটি শোনেন। মানুষ যেভাবে পরামর্শ ও মতামত দিয়ে থাকেন, তাতে বোঝাই যায় যে এটি কেবলমাত্র অনুষ্ঠান নয়, আলাপচারিতার অনন্য মঞ্চ। মানুষের এই প্রতিক্রিয়া অনুষ্ঠানটিকে আরও সুন্দর করে তোলার প্রেরণা দেয়। ২৯ মার্চের পর্বে প্রধানমন্ত্রী ফিটনেস, চিনি এবং তেল কম খাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি আরও নানা বিষয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তারই অংশবিশেষ...

- **উপসাগরীয় দেশগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা :** এখন আমাদের প্রতিবেশ অঞ্চলে ভয়ানক যুদ্ধ চলছে। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারের আত্মীয়- পরিজন রয়েছেন ওই অঞ্চলে। উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে সেখানে থাকা এক কোটিরও বেশি ভারতীয় সবধরণের সহায়তা পাচ্ছেন।
- **গুজবে কান দেবেন না:** গুজবে কান না দেওয়ার জন্য আমি সহনাগরিকদের অনুরোধ করছি। শুধু সরকারের দেওয়া তথ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখুন।
- **দেশের শক্তি :** প্রতিবারের মতো এবারেও আমি প্রত্যয়ী যে ১৪০ কোটি দেশবাসীর শক্তিতে ভর করে ভারত এই কঠিন পরিস্থিতির অধ্যায়টি পার করে দেবে।
- **জল সঞ্চয় অভিযান :** বিগত ১১ বছরে 'জল সঞ্চয় অভিযান' এসংক্রান্ত জনসচেতনতার প্রভূত প্রসার ঘটিয়েছে। সারা দেশে গড়ে উঠেছে প্রায় ৫০ লক্ষ কৃত্রিম জল সঞ্চয় পরিকাঠামো।
- **অমৃত সরোবর :** অমৃত সরোবর কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৭০,০০০ 'অমৃত সরোবর' (জলাশয়) তৈরি হয়েছে। এই জলাশয়গুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তা পরিচ্ছন্ন করে তোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে বর্ষার আগেই।
- **সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য :** 'জ্ঞান ভারতম' কর্মসূচি আমাদের অনন্য সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। এর লক্ষ্য পুরনো নানা পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ। 'জ্ঞান ভারতম অ্যাপ' এর মাধ্যমে এই সর্বেক্ষণে যোগ দেওয়া যায়।
- **মাই ভারত :** 'মাই ভারত' সংগঠন দেশ গঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে চলেছে। বিভিন্ন ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হচ্ছেন তরুণ তরুণীরা।
- **যে খেলাধুলা করে সে সমৃদ্ধ হয় :** এই বাক্যবন্ধটি আমি প্রায়ই উচ্চারণ করে থাকি। আমি খুশী যে খেলাধুলার প্রতি নতুন প্রজন্মের আগ্রহ এখন যতটা বেড়েছে তা আগে কখনও হয়নি।
- **রোগ থেকে মুক্তি :** ফিটনেসের দিকে সকলেরই নজর দেওয়া উচিত। চিনি খাওয়া কমান। তেল খাওয়া কমান অন্তত ১০ শতাংশ। ছোটখাটো এইসব পদক্ষেপ আপনাকে সুস্থ রাখবে।
- **সমুদ্রের যোদ্ধারা :** আমাদের মৎস্যজীবী ভাইবোনেরা কেবলমাত্র সমুদ্রের যোদ্ধা নন, 'তাঁরা আত্মনির্ভর ভারত' – এর গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। মৎস্যজীবীদের কাছে প্রযুক্তি এক বড় সহায়ক মাধ্যমে হয়ে উঠেছে। আজ মৎস্যচাষ এবং সমুদ্রজ উদ্ভিদ চাষের নতুন নতুন পন্থার খোঁজ মিলছে। মৎস্যজীবী ভাইবোনেরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন।
- **লক্ষ লক্ষ গাছ :** 'মায়ের নামে একটি গাছ' কর্মসূচির সময়েই সাধারণ মানুষের উৎসাহ বোঝা গিয়েছিল। এর আওতায় সারাদেশ লক্ষ লক্ষ বৃক্ষরোপণ হয়েছে।
- **সোলার প্যানেল :** বাড়িতে বাড়িতে ছাদে বসছে সোলার প্যানেল। বসতি এলাকায় কয়েক বছর আগেও এমনটা দেখা যেত না। গুটিক.য়েক বাড়িতে সোলার প্যানেল চোখে পড়ত।'পিএম – সূর্যঘর : মুফত বিজলি যোজনা'। ছবিটা পাল্টে দিয়েছে।

মন কি বাত শুনতে এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৬, সংখ্যা ২০ | এপ্রিল ১৬-৩০, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহা নির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধুরি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুল চাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
অভয় গুপ্তা
সত্যম সিং

১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার আর্কাইভে পুরনো সংস্করণ পেতে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার'-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পৃষ্ঠায়

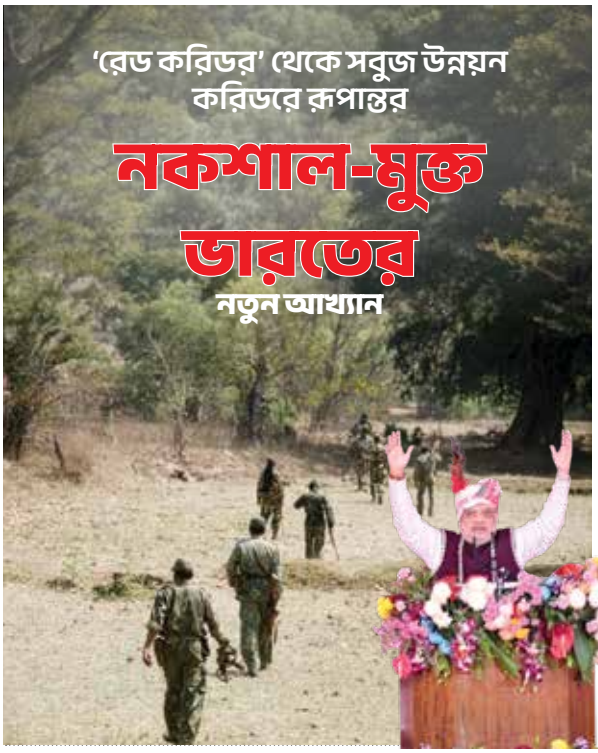

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

বিগত ১২ বছরে জাতীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভারত নকশালবাদ এবং মাওবাদী হিংসার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নির্ণায়ক অধ্যায় পার করেছে। আইনের শাসন জয়ী হয়েছে। একসময় যে অঞ্চলগুলি 'রেড করিডর' বলে পরিচিত ছিল, হয়ে উঠেছে 'সবুজ বিকাশ' এর কেন্দ্র। দশকের পর দশক ধরে ঘাড়ে চেপে থাকা একটি আপদ নির্ধারিত সময়কালের মধ্যেই দূর করে ২০২৬-এর ৩১ মার্চের মধ্যে 'নকশাল-মুক্ত ভারত' গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞাপূরণ হয়েছে – যা ঐতিহাসিক সাফল্য... |১২-২৪

নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

উত্তরপ্রদেশের জেওয়ারে নয়ড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রথম ভাগটির উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। |৩০-৩১

বিশ্বজোড়া সংকট সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মোদী

জনস্বার্থ সবার উপরে

সংসদের উভয় সভায় ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী ; বললেন : 'নতুন ভারত' প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করার ক্ষমতা ধরে। |৩৭-৩৯

সংবাদ একনজরে |৪-৫

ব্যক্তিত্ব : দাদা সাহেব ফালকে
ভারতীয় সিনেমাকে স্বাবলম্বী করে তোলার স্থপতি। |৬

জন সেবক : বিকশিত ভারতের নির্মাতা
অষ্টাদশ সিভিল সার্ভিসেস ডে, এপ্রিল ২১ |৭-১১

জাতীয় নীতি : নতুন ভারতের যাবতীয় নীতির ভিত্তি
টিভি৯ সামিট ২০২৬-এ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ |২৫-২৭

পুনর্মাজিত উড়ান প্রকল্প এবং ভারত ঔদ্যোগিক বিকাশ যোজনা
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। |২৮-২৯

শিক্ষা : সুযোগ সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ পন্থা
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু অক্ষয় পাত্র সমারোহে আহার বিতরণ করলেন। |৩২-৩৩

গ্রাম ও পঞ্চায়েতের ক্ষমতায়ণ : ধারাবাহিক বিকাশের দৃঢ় ভিত্তি
পঞ্চায়েতীরাজ দিবস এবং এসভিএএমআইটিভিএ-র ৬ বছর। |৩৪-৩৬

'টিম ইন্ডিয়া' পশ্চিম এশিয়ার সমস্যার মোকাবিলা করবে
যুদ্ধের সংকট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। |৪০-৪১

ক্রীড়া বিপ্লবের বিস্তৃত পরিকল্পনা
'খেলো ইন্ডিয়া' কর্মসূচির একদশক। |৪২-৪৫

বিশ্ব ঐতিহ্য পরিমণ্ডলে ভারতীয়ত্ব
বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ। |৪৬-৪৭

এআই এবং সেমি-কনডাক্টর ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতিতে উপকৃত হবে সমগ্র মানব সমাজ
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গুজরাট সফর : ২০,০০০ কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা। |৪৮-৫০

প্রকাশক ও মুদ্রক : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
মুদ্রণ : জে কে অফসেট গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি-২৭৮, ওকলা শিল্পাঞ্চল, ফেজ-১, নতুন দিল্লি-১১০০২০
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, **আরএনআই নং :** DELENG/2020/78811

সম্পাদকীয়

ভারতে লাল-সন্ত্রাস নির্মূল

আদিবাসী অঞ্চলগুলি এবার ধারাবাহিক বিকাশের সাক্ষী হবে

অনেক শুভেচ্ছা,

‘লাল-সন্ত্রাস’ থেকে দেশকে মুক্ত করায় ভারত সরকারের গৃহীত কর্মসূচি সফল হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে ১২ টি রাজ্য জুড়ে ‘রেড করিডর’-এ একটি সমান্তরাল ব্যবস্থাপনা কাজ করত। সেখানে উন্নয়নের গতি ছিল স্তব্ধ। তরুণ- তরুণীরা ভুল পথে চালিত। কেন্দ্রীয় সরকারের স্পষ্ট নীতি এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলগুলিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে – যা উন্নত এবং স্বনির্ভর ভারতের ধারণার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

নকশালবাদের মোকাবিলায় হাতে নেওয়া হয় ত্রিমুখী কৌশল – আলোচনা, নিরাপত্তা এবং সমন্বয়। এর ফলে ২০২৪ থেকে ২০২৬-এর মার্চ পর্যন্ত ৭০৬ জন নকশালপন্থীকে নিকেশ করা সম্ভব হয়েছে। ২,২১৮ জন গ্রেফতার। আত্মসমর্পণ করেছেন ৪,৮৩৯ জন। মাওবাদী সংগঠনের শীর্ষ স্থানীয় সব নেতা এবং পলিটব্যুরো সদস্য এখন হয় নিহত, কিংবা সরকারের হেফাজতে। এই কঠোর নীতির পাশাপাশি ওই অঞ্চলে নেওয়া হয় রাস্তা, টেলিযোগাযোগ, শিক্ষা, দক্ষতায়ণ এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ। একদা যে অঞ্চলগুলি ছিল অশান্ত ও ভয়ে ভরা, আজ সেখানেই সুস্থিতি, আস্থা এবং নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাচ্ছে। ছত্তিশগড়ের বস্তার এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদাহরণ। সেখানে গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠছে স্কুল, ক্রীড়া কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ‘বস্তার অলিম্পিক্স’ কিংবা ‘বস্তার পাণ্ডুম’ সমাজ পুনর্গঠনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই রূপান্তর কেবলমাত্র একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ নেই, ‘লাল-সন্ত্রাস’-এ একদা পর্যুদস্ত সব অঞ্চলেই এখন ছবিটা পাল্টে যাচ্ছে। এই রূপান্তর ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’ –এর দৃঢ় ভিত্তি হয়ে উঠবে ; যেখানে প্রতিটি নাগরিকের সামনে থাকবে সমান সুযোগ। এই বিষয়টি নিয়েই আমাদের এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ।

এছাড়াও ব্যক্তিত্ব বিভাগে পড়ুন দাদা সাহেব ফালকের কথা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস, খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচির একবছর, অষ্টাদশ সিভিল সার্ভিসেস ডে, অক্ষয় পাত্র সমারোহে ৫০০ কোটি খাদ্য থালি বিতরণ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, তাঁর পক্ষকাল ব্যাপী কর্মসূচি নিয়েও লেখা রয়েছে। দ্বিতীয় প্রচ্ছদে রয়েছে ‘মন কি বাত’ নিয়ে আলোচনা। ২২ এপ্রিল বিশ্ব ধরিত্রী দিবস উপলক্ষে লেখা রয়েছে চতুর্থ প্রচ্ছদে।

আপনাদের মতামত ও পরামর্শ পাঠাতে থাকুন।

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি এবং ১১ টি ভারতীয় ভাষায় এই ম্যাগাজিন পড়ুন/ ডাউনলোড করুন।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

চিঠির বাক্স

সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে লেখাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটির নিয়মিত পাঠক। এখানকার লেখাগুলি- বিশেষত যেগুলি সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে লেখা- অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ। পত্রিকাটি শিক্ষার্থীদের খুবই সহায়ক। লেখাগুলি প্রাঞ্জল ভাষায়।

m.prashus91@gmail.com

নাগরিকরা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠছেন

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পাক্ষিক পত্রিকাটি বাস্তব জগতের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি হাতের নাগালে এনে দেয়। আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের হয়ে আমি এই পত্রিকাটি কুর্নিশ জানাই। এর মাধ্যমে বর্তমানে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠছেন নাগরিকরা। প্রথমবারের পাঠকও অনায়াসে জটিল নানা বিষয় বুঝে যেতে পারেন।

bharath417c@gmail.com

সাগরমালা কর্মসূচি: মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন ২০৩০-এর গুরুত্বপূর্ণ স্বস্ত

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকায় সাগরমালা কর্মসূচি নিয়ে একটি লেখা পড়েছি। ভারতের বর্হিবাণিজ্যের আদান-প্রদানের ৯৫ শতাংশই হয়ে থাকে সমুদ্র পথে। বিগত ১১ বছরে সাগরমালা কর্মসূচির আওতায় ২৮০টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দেশের বন্দর এবং যোগাযোগ পরিকাঠামো হয়েছে আরও শক্তিশালী। মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন ২০৩০ এবং অমৃতকাল ভিশন ২০৪৭ উন্নয়নের এই ভরবেগকে আরও জোরদার করবে।

সঞ্জীব সোনা

প্রতিটি সংখ্যাতেই নতুন কিছু শেখার থাকে

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটি নিয়ে আমি বিশেষভাবে আগ্রহী। এর মাধ্যমে দেশে এবং দেশের বাইরে ঘটে চলা ঘটনাগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকতে পারি। প্রতিটি সংখ্যা থেকেই নতুন কিছু শিখতে পারে। এই পত্রিকা সারা দেশে ঘটে চলা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিশদ তথ্যাদি সম্পর্কে জানিয়ে দেয়।

shaheedkharachiagp@gmail.com

পত্রিকাটিতে দেওয়া হয় নিখুঁত পরিসংখ্যান ও নির্ভরযোগ্য তথ্য

প্রথমেই আমি আপনাকে এবং আপনার পুরো দলকে নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই। পত্রিকাটিতে দেওয়া হয় নিখুঁত পরিসংখ্যান ও নির্ভরযোগ্য তথ্য। "ব্যক্তিত্ব বিভাগ"- টি অসাধারণ। সাধারণ মানুষ- ইউপিএসসি পরীক্ষার্থীরাও- এই তথ্য সমৃদ্ধ পত্রিকার মাধ্যমে দারুণভাবে উপকৃত।

achintasuri1996@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা: রুম নম্বর-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি- ১১০০০৩

ই-মেইল : response-nis@pib.gov.in

সংবাদ একনজরে

গরমকালে বিদ্যুৎ ঘাটতির মোকাবিলায়

বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ পর্যাপ্ত। ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারির হিসেবে দেশে সংস্থাপিত বিদ্যুৎ উফপাদন ক্ষমতা ৫২৪ জিডব্লিউ। ২০১৪-র এপ্রিলের পর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আরও ২৯৯.৮৭ জিডব্লিউ বেড়েছে। ফলে, বিদ্যুৎ ঘাটতির দেশের তকমা ঘুচিয়ে ভারত এখন বিদ্যুৎ উদ্বৃত্তের দেশ। মধ্য প্রাচ্যে অশান্তি সত্ত্বেও আগামী গ্রীষ্মে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর সবধরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন বিদ্যুৎ উফপাদন কেন্দ্র চালু করা এবং আরও তাপ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ চলছে সময় অনুযায়ী। বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাগুলি দৈনিক ভিত্তিতে উৎপাদন সর্বোচ্চ স্তরে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

১ বিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদনের মাইল ফলক আবার গড়ল ভারত

কয়লা ক্ষেত্র এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রচেষ্টায় ২০২৬-এর ২০ মার্চ ভারত ১ বিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদনে মাইল ফলক আবার স্পর্শ করেছে। পর পর দু বছর এই সাফল্য এল। জ্বালানি ক্ষেত্রে ভারত কত দ্রুত সাবলম্বী হয়ে উঠেছে, তা এর থেকে বোঝা যায়। কয়লা উৎপাদনে ধারাবাহিক বৃদ্ধির সুবাদে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সবসময় পর্যাপ্ত কয়লার যোগান থাকবে এবং দেশের জ্বালানির চাহিদা ধারাবাহিকভাবে মেটানো সম্ভব হবে। এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে উপযুক্ত পরিকল্পনা ও দক্ষ সম্পাদন।

গুজরাটে জন্ম হল গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড শাবকের

সংকটাপন্ন প্রাণী সংরক্ষণে বড় সাফল্য। এক দশক পর গুজরাটের কচ্ছ-এ জন্ম হল একটি গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড শাবকের। এটা সম্ভব হয়েছে

উদ্ভাবনমূলক সংরক্ষণ প্রাণালী 'জাম্পস্টার্ট অ্যাপ্রোচ'-এর সুবাদে। এই পন্থা নেওয়া জরুরি ছিল কারণ গুজরাটের কচ্ছ-এ এখন রয়েছে মাত্র ৩টি মহিলা গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড শাবক। পুরুষ একটিও নেই। ফলে ৭৭০ কিলোমিটার দূরে রাজস্থানের একটি প্রজনন কেন্দ্র থেকে ডিএনএ গুজরাটের একটি নির্দিষ্ট বাসায় তা রাখা হয়। ভারতে এই প্রথম আন্তঃরাজ্য পর্যায়ে এই জাম্পস্টার্ট প্রণালী কার্যকর করা হল। 'প্রজেক্ট গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড (জিআইবি)'-র কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন ২০১১ সালে (গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন)। ২০১৬ সালে তার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

ট্রেনের কনফার্মড টিকিট বাতিল করার বিধিতে পরিবর্তন

ভারতীয় রেল ট্রেনের কনফার্মড টিকিট বাতিল করার বিধিতে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন এনেছে। আগে ট্রেন ছাড়ার ৪৮, ১২ এবং ৪ ঘন্টা আগে টিকিট বাতিল করা যেত। এখন তা করা যাবে ৭২, ২৪ এবং ৮ ঘন্টা আগে। সংরক্ষণ তালিকা তৈরি করার প্রণালীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতেই এই পদক্ষেপ। সংরক্ষণ তালিকা তারি হয় ট্রেন ছাড়ার ৯ থেকে ১৮ ঘন্টার মধ্যে। নতুন বিধির সুবাদে ওয়েটিং লিস্টে থাকা যাত্রীদের সুবিধা হবে। যদি কেউ কনফার্মড টিকিট ট্রেন ছাড়ার আগে ২৪ থেকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে বাতিল করেন, তাহলে ২৫ শতাংশ ভাড়া কেটে নেওয়া হবে। ৮ থেকে ২৪ ঘন্টা আগে বাতিল করলে ৫০ শতাংশ ভাড়া কেটে নেওয়া হবে। তারপরে বাতিল করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো টাকাই ফেরত পাবেন না। নতুন বিধি অনুযায়ী যাত্রীরা ট্রেন ছাড়ার ৩০ মিনিট আগেও উচ্চতর শ্রেণীতে যাতায়াতের টিকিট বেছে নিতে পারেন। আগে এই সুবিধা পাওয়া যেত সংরক্ষণ তালিকা তৈরি হওয়ার আগে পর্যন্ত। রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং বৈদ্যুতিণ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, যারা যাত্রা করতে প্রকৃতই ইচ্ছুক, তাদের সুবিধার্থেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রায় ৩ কোটি সন্দেহজনক অ্যাকাউন্ট বন্ধও করে দেওয়া হয়েছে। রেলমন্ত্রী আরও বলেছেন যে, এবার থেকে কাউন্টারে থাকা টিকিট দেশের যে কোনো রেল স্টেশনে বাতিল করা যাবে।

ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে

জনজাতি গোষ্ঠীভুক্তদের উৎপাদিত পণ্যের প্রসার

জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত কারু শিল্পীদের ক্ষমতায়ণ এবং দেশজ পণ্যের প্রসারে ডাক বিভাগ, আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের আওতাধীন ট্রাইব্যাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ডেভলপমেন্ট ফেডারেশন (টিআরআইএফইডি)-এর সঙ্গে সমঝোতায় এসেছে। চুক্তি অনুযায়ী ডাক বিভাগ টিআরআইএফইডি-র অন লাইন চ্যানেলের মাধ্যমে দেওয়া অর্ডারের ক্ষেত্রে যাবতীয় লজিস্টিক্স সহায়তা দেবে। এরফলে, জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত কারু শিল্পীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপনন আরও জোরদার হবে। জীবিকার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল অর্থনীতির সঙ্গে তাদের সংযুক্তি হবে আরও দৃঢ়।

প্ল্যাটফর্মে

৫ কোটি টন লৌহ আকরিক উৎপাদন

বৃহত্তম লৌহ আকরিক উৎপাদক, 'নবরত্ন' কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা এনএমডিসি লিমিটেড দেশের প্রথম সংস্থা হিসেবে একই অর্থবর্ষে ৫ কোটি টন লৌহ আকরিক উৎপাদনের করার গৌরব অর্জন করেছে। ২০১৫ সালের পর থেকে উৎপাদন বেড়েছে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, ৩ কোটি টন থেকে বেড়ে হয়েছে ৫ কোটি টন। বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় এক পঞ্চমাংশ অর্জিত হয়েছে গত ৪ বছরে। ২০৩০ সাল নাগাদ ৩০ কোটি টন ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার দিকেও দ্রুত এগিয়ে চলেছে দেশ।

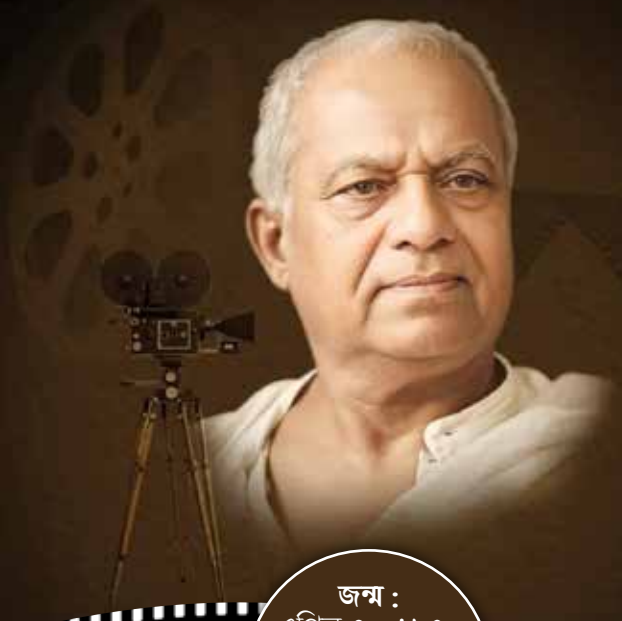

দাদা সাহেব ফালকে

ভারতীয় সিনেমায় আত্মনির্ভরতার ভগীরথ

দাদা সাহেব ফালকে হলেন সেই দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব, যিনি 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র প্রচার করেছিলেন, ভারতীয় সিনেমায় 'আত্মনির্ভরতা' নিয়ে এসেছিলেন। ভারতীয় সিনেমার জনক দাদা সাহেব ফালকে ওরফে ঢুন্ডিরাজ গোবিন্দ ফালকে-র ছোটবেলা থেকেই শিল্পের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল। তাঁর চলচ্চিত্রে তিনি সবসময় স্থানীয় শিল্পীদের সুযোগ দিয়েছেন, দেশীয় লোকেশন ব্যবহার করেছেন এবং স্থানীয়ভাবে যে কারিগরী সহায়তা পাওয়া গেছে তাই নিয়েছেন। তাঁর দেশপ্রেম, ভারতীয় সিনেমার প্রতি তাঁর আবেগ, তাঁর দূরদৃষ্টি এবং তাঁর সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার আজও বিশ্বজুড়ে কাহিনী কথক ও চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রেরণা দিয়ে চলেছে।

জন্ম :
এপ্রিল ৩০, ১৮৭০

মৃত্যু :
ফেব্রুয়ারি ১৬
১৯৪৪

ধনসম্পদ তো দূরের কথা, তাঁর একটা বিমা পলিসি পর্যন্ত ছিল না। সিনেমা তৈরির জন্য তিনি তাঁর স্ত্রীর গয়না পর্যন্ত বেচে দিয়েছিলেন। এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব শুধু নিজে সিনেমা বানাননি, আগামী প্রজন্মের জন্য পথ করে দিয়েছিলেন। ভারতের মানুষকে তিনি সিনেমার আশ্চর্য সুন্দর পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন। এমন এক শিল্পের পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে বিশ্বের বৃহত্তম বিনোদন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। দাদা সাহেব ফালকে ভারতীয় সিনেমার জনক হিসেবে পরিচিত। চিত্রনাট্য লেখা, চলচ্চিত্র প্রযোজনা, পরিচালনা সব কিছুতেই তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। প্রথম ভারতীয় কাহিনী চিত্র 'রাজা হরিশচন্দ্র' তিনিই তৈরি করেছিলেন।

তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৭০ সালের ৩০ এপ্রিল মহারাষ্ট্রের নাসিকের কাছে ত্র্যম্বকেশ্বরে। 'দ্য লাইফ অফ ক্রাইস্ট' সিনেমাটি দেখে তাঁর সিনেমা তৈরির ইচ্ছা হয়। ১০১২ সালে তিনি ফালকে ফিল্ম কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৩ সালের ৩ মে, তাঁর তৈরি প্রথম নির্বাক কাহিনীচিত্র 'রাজা হরিশচন্দ্র' বম্বের করোনেশন থিয়েটরে প্রদর্শিত হয়। সেই যুগে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অসংখ্য উদ্ভাবনী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ১৯১৭ সালে মহারাষ্ট্রের নাসিকে হিন্দুস্থান ফিল্ম কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। ১৯ বছরের পেশাদারি জীবনে তিনি ৯৫টি কাহিনীচিত্র এবং ২৭টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছায়াছবি সহ বহু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। 'রাজা হরিশচন্দ্র' ছাড়াও দাদা সাহেবের বিখ্যাত সিনেমাগুলির মধ্যে রয়েছে 'মোহিনী ভস্মাসুর', 'সত্যবান সাবিত্রী', 'লঙ্কা দহন', 'শ্রীকৃষ্ণ জন্ম' এবং 'কালীয় মর্দন'। তাঁর 'মোহিনী ভস্মাসুর'-এ প্রথম মহিলা শিল্পীরা কাজ করেছিলেন। ১৯১৭ সালে তৈরি 'লঙ্কা দহন'-এ প্রথম ডাবল রোল ছিল। তাঁর শেষ নির্বাক ছবি ১৯৩২ সালের 'সেতু বন্ধন'। তিনি একটিমাত্র সবাক চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন, সেটি হল, 'গঙ্গাবতরণ'। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাস দাদা সাহেবের নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ১৯৪৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রয়াত হন।

ভারতীয় সিনেমার সর্বোচ্চ সম্মান দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার দেওয়া হয় এই ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান ও সাফল্যের জন্য। দাদা সাহেবের জন্ম শতবার্ষিকী ১৯৬৯ সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়েছে। ২০২৫ সালের ১ মে, ওয়েভস সামিটে ভারতীয় সিনেমার সমৃদ্ধ ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দাদা সাহেব ফালকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, ১৯১৩ সালে ৩ মে, দাদা সাহেব ফালকে পরিচালিত ভারতের প্রথম কাহিনীচিত্র 'রাজা হরিশচন্দ্র' মুক্তি পেয়েছিল। ●

এপ্রিল, ২১, ২০২৬: অষ্টাদশ সিভিল সার্ভিসেস দিবস

জনসেবক
বিকশিত ভারতের স্থপতি

সরকারি প্রকল্প মানুষের কাছে কতটা পৌঁছচ্ছে এবং তৃণমূল স্তরে তার প্রকৃত প্রভাব কতটা পড়ছে, তার ওপরে ভিত্তি করেই শাসনের গুণগত মান নির্ধারণ করা যায়। এই প্রয়াসের মেরুদণ্ড হল, সিভিল সার্ভিসেস... আর সেজন্যই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সিভিল সার্ভেন্টদের জাতির 'ইস্পাতের কাঠামো' বলে অভিহিত করেছিলেন। জনপরিষেবা, নীতি নির্ধারণ ও তার রূপায়ণে সিভিল সার্ভেন্টদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতে প্রতি বছর সিভিল সার্ভিসেস দিবস উদযাপন করা হয়। ২১ এপ্রিল, দেশ অষ্টাদশ সিভিল সার্ভিসেস ডে উদযাপন করল।

সুশাসন সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে হোক, বা বিভিন্ন প্রকল্প ও নীতির রূপায়ণ- সিভিল সার্ভেন্টরা নিষ্ঠা ও অঙ্গীকারের সঙ্গে দেশের সেবা করেন। বিশেষ করে দেশ যখন উন্নত রাষ্ট্র হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছে, তখন সিভিল সার্ভেন্টদের ভূমিকা আরও দায়িত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিকশিত ভারতের যাত্রায় তাঁদের এই ভূমিকা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'নাগরিক দেব ভব'-র মন্ত্র দিয়েছেন।

১৯৪৭ সালের ২১ এপ্রিল ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার প্রথম ব্যাচের আধিকারিকদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সিভিল সার্ভেন্টদের দেশের 'ইস্পাতের কাঠামো' বলে অভিহিত করেছিলেন। 'লৌহ মানব' সর্দার প্যাটেল আধিকারিকদের বলেছিলেন : দেশের নাগরিকদের সেবা করাই এখন আপনাদের প্রধান দায়িত্ব।

স্বাধীন ভারতের আমলাদের জন্য তিনি নতুন মান স্থাপন করে দিয়েছিলেন। একজন সিভিল সার্ভেন্ট দেশের সেবা করাকেই তাঁর সর্বোচ্চ কর্তব্য বলে মনে করবেন। তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রশাসন চালাবেন। তাঁর মধ্যে সততা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা ও নিষ্ঠা থাকবে। তিনি দেশের জন্য দিন-রাত এক করে কাজ করবেন। আজ যখন আমরা বিকশিত ভারতের সংকল্পকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছি তখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কথাগুলি আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, একটা সময় ছিল যখন আমলাতন্ত্রকে মূলত নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে হত। তাঁরা শিল্পায়ন ও উদ্যোগ স্থাপনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু দেশ আজ সেই মানসিকতাকে ছাপিয়ে বহু দূরে এগিয়ে এসেছে। আজ আমরা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছি, যা নাগরিকদের উদ্যোগ স্থাপনে উৎসাহ দিচ্ছে, সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতে সাহায্য করছে। তাই সিভিল সার্ভেন্টদের এখন কেবল বিধি নিয়ন্ত্রক হলেই চলবে না, তাঁদের বিকাশের সক্রিয় চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে হবে।

নতুন ভারতের স্থপতি

একটা সময় ছিল যখন একজন সিভিল সার্ভেন্ট হয়ে ওঠার পর সেই একই ভূমিকা, একই দায়িত্ব পালন করে যেতেন। কিন্তু আজ সময় বদলেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'আমি যে ভারতের ভাবনা ভাবি, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর চোখে আমি যে স্বপ্ন দেখতে পাই, তা আমাকে বলতে বাধ্য করছে যে আপনারা আর কেবলমাত্র সিভিল সার্ভেন্ট নন, আপনারা হলেন নতুন ভারতের স্থপতি। এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের নিজেদের সক্ষম করে তুলতে হবে, দেশের জন্য সময় দিতে

আমলাতন্ত্রকে প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত করেছে সরকার

গত কয়েক বছরে সরকার আমলাতন্ত্রকে শৃঙ্খলমুক্ত করেছে- বিশেষত প্রোটোকল ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মতান্ত্রিকতা থেকে। আপনারা জানেন, প্রধানমন্ত্রী নিজেই এই নিয়মতান্ত্রিকতা ভাঙার সূচনা করেছেন। তিনি নিয়মিতভাবে সচিব থেকে শুরু করে সহকারি সচিবদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি প্রশিক্ষণরত আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। কোনও দপ্তরের সবাই যাতে নতুন ভাবনা-চিন্তার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরগুলিতে চিন্তন শিবিরের আয়োজন করার উৎসাহ দিয়েছেন। আগে আধিকারিকরা দীর্ঘ সময় রাজ্যে কাটানোর পর ডেপুটেশনে কেন্দ্রীয় সরকারে কাজ করার সুযোগ পেতেন। একটা বিষয় কেউই ভাবতো না, এই আধিকারিকদের যদি কেন্দ্রীয় সরকারে কাজ করার অভিজ্ঞতাই না থাকে, তাহলে তাঁরা তৃণমূল স্তরে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির কার্যকর রূপায়ণ কীভাবে করবেন? 'সহকারি সচিব কর্মসূচি'-র মধ্য দিয়ে তিনি এই ফারাক দূর করার চেষ্টা চালিয়েছেন। এখন তরুণ আইএএস আধিকারিকরা তাঁদের পেশাগত জীবনের শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারে কাজ করার ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান।

সিভিল সার্ভেন্টদের অবশ্যই প্রযুক্তিগত বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে

সিভিল সার্ভেন্টরা প্রযুক্তিগত বিষয়ে এতটাই দক্ষতা অর্জন করবেন যে নিজেদের ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকি স্মার্ট ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনের ক্ষেত্রেও তাঁরা প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারবেন। প্রযুক্তির এই যুগে শাসনের অর্থ শুধু বর্তমান পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়াই নয়, বরং নতুন নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনার বিস্তার ঘটানো। কৃত্রিম মেধা ও কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটছে, সিভিল সার্ভেন্টদের সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে চলতি প্রযুক্তিগত বিপ্লবে সামিল হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

সুশাসন আস্থা এনেছে

- আগে তাঁদের নথিপত্র প্রামাণ্য করার জন্য মানুষকে গেজেটেড অফিসারদের কাছে যেতে হত। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকদের তাঁদের নথিপত্র স্বপ্রত্যয়নের ক্ষমতা দিয়েছে।
- ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সরকারি চাকরিতে সমস্ত গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি নন-গেজেটেড পদে ইন্টারভিউ তুলে দেওয়া হয়েছে।
- আগে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে গড়ে ৬২ দিন সময় লাগতো। বর্তমানে তা ১৩ দিনে নেমে এসেছে। বহু ক্ষেত্রে মাত্র ৫-৬ দিনের মধ্যেও অভিযোগের নিষ্পত্তি হচ্ছে।

জাতীয় সিভিল সার্ভিসেস দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্য

- সিভিল সার্ভিসেস আধিকারিদের কাজ ও প্রয়াসের স্বীকৃতি দেওয়া ও তাঁদের উৎসাহ যোগানো।
- এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার সিভিল সার্ভিসের আওতায় থাকা বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মূল্যায়ণ করে।
- যাঁরা অসাধারণ ভালো কাজ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার সেইসব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে পুরস্কার দেয়।
- জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য এই দিনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের প্রধানমন্ত্রী সম্মানিত করেন।

হবে এবং প্রতিটি সাধারণ নাগরিকের স্বপ্নকে নিজেদের স্বপ্ন মনে করতে হবে। এটা করতে পারলে আমরা স্বচক্ষে 'বিকশিত ভারত'-এর উত্থানের সাক্ষী থাকবো।'

সিভিল সার্ভিস সংস্কারকে নতুন ভাবে দেখার সময়

সময় এসেছে সিভিল সার্ভিসেস-এর ক্ষেত্রে সংস্কারকে নতুন করে দেখার। সংস্কারের গতি ও মাত্রা বাড়াতে হবে। পরিকাঠামো হোক, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির লক্ষ্য অর্জন বা অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা- সব ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হবে দুর্নীতি দূর করা। সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প বা ক্রীড়া ক্ষেত্র ও অলিম্পিকের লক্ষ্য- প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের নতুন সংস্কার আনতে হবে। এ পর্যন্ত আমরা অনেক কিছু অর্জন করেছি ঠিকই, কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের আরও অনেক কিছু অর্জন করতে হবে। আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে- বিশ্ব যতো প্রযুক্তিচালিতই হয়ে পড়ুক না কেন, মানবিক বিচারবোধের গুরুত্ব ভুললে চলবে না। সংবেদনশীল হতে হবে, দরিদ্র মানুষের কথা শুনতে হবে, তাঁদের ব্যথা বুঝতে হবে।

সরকার ভূমিকা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে

- দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিভিল সার্ভিসেসে একটি নতুন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।
- শিক্ষা গ্রহণ ও পেশাদারি উন্নয়নের পদ্ধতির গণতান্ত্রিকীকরণ করা হয়েছে।
- প্রতিটি আধিকারিকের সক্ষমতা এবং তাদের প্রতি প্রত্যাশার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

“

সিভিল সার্ভিসেসকে এখন অবশ্যই সমসাময়িক চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে হবে – তবেই তারা প্রাসঙ্গিক থাকবেন। আমাদের নিয়মিতভাবে নিজেদের জন্য নতুন নতুন লক্ষ্য স্থির করে তা অর্জন করতে হবে, তাকে ছাপিয়ে যেতে হবে। সাফল্যের সব থেকে বড় চাবিকাঠি হল ক্রমাগত নিজেকে চ্যালেঞ্জ করে যাওয়া।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

তাদের সমস্যা সমাধানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমরা যেমন বলি, ‘অতিথি দেব ভব’, অর্থাৎ অতিথি হলেন দেবতা, ঠিক তেমনি আমাদের ‘নাগরিক দেব ভব’ অর্থাৎ নাগরিক হলেন দেবতা-র মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আপনারা নিজেদেরকে শুধু সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে নয়, ‘বিকশিত ভারত’-এর একজন স্থপতি হিসেবে গড়ে তুলবেন।

সুশাসনই হল চাবিকাঠি

প্রধানমন্ত্রী সিভিল সার্ভেন্টদের বলেন, জীবনের ক্ষেত্রে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। একটি হল কাজ করিয়ে নেওয়া, অপরটি কাজ হয়ে যাওয়া। প্রথমটি এক সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি, পরেরটি পরোক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। যারা কাজ করিয়ে নেওয়ায় বিশ্বাসী, তারা সক্রিয়ভাবে কাজে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের দলের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠেন। মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার প্রবল ইচ্ছা থেকেই এক স্মরণীয় উত্তরাধিকার গড়ে ওঠে। আপনি নিজের জন্য কী করেছেন, তা দিয়ে আপনাকে বিচার করা হবে না। আপনাকে বিচার করা হবে মানুষের জীবনে আপনি কী পরিবর্তন আনতে পেরেছেন তার মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সুশাসনই হল চাবিকাঠি। নাগরিক-কেন্দ্রিক শাসন সমস্যার সমাধান করে, ভালো ফল দেয়।

পিএম মোদীর শাসন মন্ত্র

নাগরিক দেব ভব

একবিংশ শতাব্দীতে দ্রুত পরিবর্তনশীল নানা ব্যবস্থার মধ্যে ভারত অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলেছে। নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ভারতের জন পরিষেবা ক্ষেত্রও ক্রমাগত আধুনিকীকরণের মধ্য দিয়ে চলেছে। এই প্রেক্ষাপটে এপ্রিলের ২ তারিখ থেকে ৮ তারিখ পর্যন্ত 'কর্মযোগী সাধনা সপ্তাহ' পালন করা হল। এই কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শাসনের মূল মন্ত্র হিসেবে 'নাগরিক দেব ভব'কে প্রতিষ্ঠিত করে সিভিল সার্ভেন্টদের বললেন, সাধারণ মানুষের কাছে তারাই হলেন সরকারের মুখ।

জন সেবকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন্ত্র

- আমাদের শাসন ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে দেশের নাগরিকদের 'জীবনযাপনের সহজতা' এবং 'জীবনের গুণমান' প্রতিদিন উন্নত হতে থাকে।
- প্রতিদিনই নতুন কিছু শেখা প্রয়োজন, আপনারা নিজেদেরকে 'কর্মযোগী' হিসেবে গড়ে তুলুন।
- প্রশাসনিক সেবার সংস্কার ও পরিবর্তন জনসেবকদের ব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সূচিত করে।
- সাফল্যের এক মৌলিক নীতি হল: অন্যের টানা রেখাকে ছোট করার চেষ্টা না করে নিজের টানা রেখা বড় করার চেষ্টা করুন।
- আগেকার ব্যবস্থায় ক্ষমতা আঁকড়ে থাকাকেই গুরুত্ব দেওয়া হতো, আজ কর্তব্যের চেতনাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- পদ নয়, কাজকে গুরুত্ব দিন। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আমার কর্তব্য কী? তাহলে আপনার সিদ্ধান্তের ইতিবাচক প্রভাব বহুগুণ বেড়ে যাবে।
- আপনার কাজকে বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর প্রেক্ষিতে দেখুন – নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনার প্রয়াস দেশের উন্নয়ন যাত্রায় কীভাবে অবদান রাখতে পারছে।
- আমাদের ব্যক্তিগত রূপান্তর কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তরে পরিণত হতে পারে, তা বিবেচনা করুন।
- এইভাবে কাজ করতে গেলে যে বিপুল শক্তির প্রয়োজন তা একমাত্র সেবার সুগভীর চেতনা থেকেই আসতে পারে।

উন্নততর প্রশাসনের জন্য প্রযুক্তি

- আমরা যখন 'শেখার' কথা বলি, তখন আজকের বিশ্বের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
- গত ১১ বছর ধরে বিভিন্ন সরকারি ও প্রশাসনিক কাজে আমরা প্রযুক্তিগত বিপ্লবের রূপান্তরমূলক শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছি – শাসন ব্যবস্থা, পরিষেবা প্রদান, অর্থনীতি সব ক্ষেত্রেই এর নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের গতি বাড়ছে, জনপরিষেবার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে।
- প্রযুক্তি ও ডেটা সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞানই কার্যকর প্রশাসন ও দক্ষ জনসেবক গড়ে তুলতে পারে।
- এগুলি আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আপনাদের ধারাবাহিক পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে।

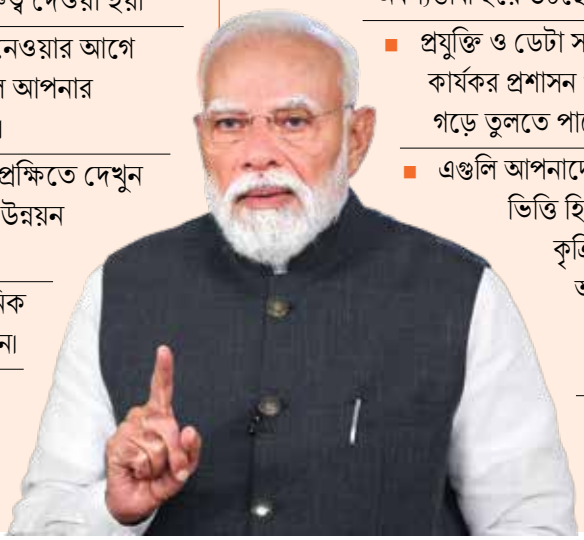

সিভিল সার্ভিসেস দিবস: সংকল্প গ্রহণের দিন

সিভিল সার্ভিসেস দিবস কেবল এক বার্ষিক প্রথা নয়, এ হলো সংকল্প গ্রহণের তিথি। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য যে উৎসাহ ও আগ্রহের প্রয়োজন হয়, এই দিনটি আমাদের সেই চেতনার মধ্যে প্রবিষ্ট হতে সাহায্য করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশ্বাস করেন, আমরা যদি নিজেদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, শক্তি, সামর্থ্য ও সংকল্প নিয়ে এই অনুষ্ঠান উদযাপন করি, তাহলে আমাদের ইপ্সিত লক্ষ্য আমরা অবশ্যই অর্জন করতে পারবো। তিনি মনে করেন, আমাদের নিজেদের জন্য, সহকর্মীদের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি আমাদের প্রতি মুহূর্তের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ●

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ বক্তৃতা দেখতে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

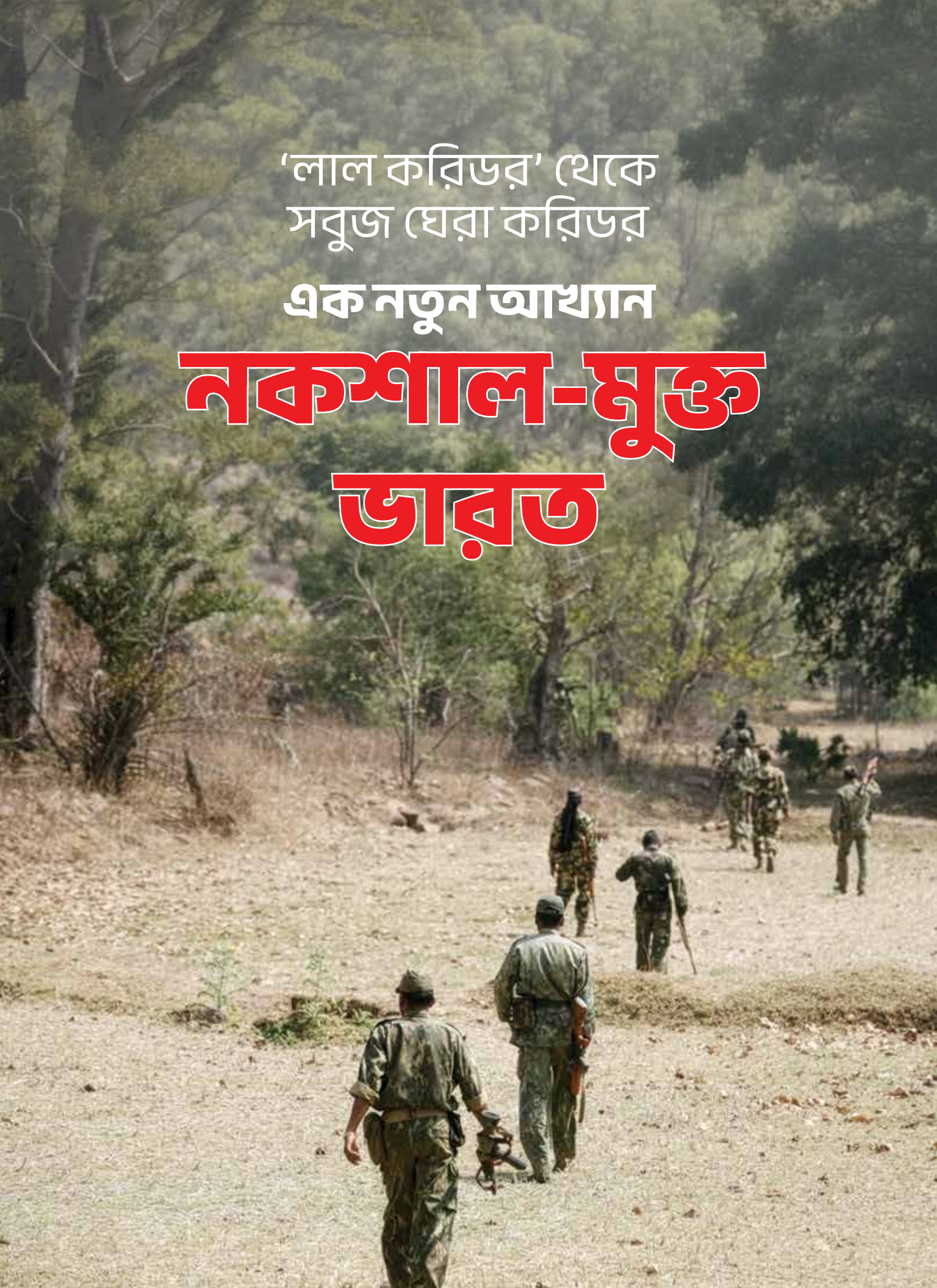

‘লাল করিডর’ থেকে
সবুজ ঘেরা করিডর

এক নতুন আখ্যান

নকশাল-মুক্ত ভারত

নকশালবাদ এবং মাওবাদী হিংসার বিরুদ্ধে এক নির্ণায়ক পর্ব সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করেছে ভারত। বিগত ১২ বছর ধরে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য জয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশ নকশালদের শক্ত ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছে এবং এখন স্বস্তির নিশ্বাস নিতে পারে। বোমা এবং বন্দুককে সরিয়ে সংবিধানের ক্ষমতা এবং আইনের শাসন জয়ী হয়েছে। একসময় 'লাল করিডর' হিসেবে পরিচিত এলাকাগুলি এখন উন্নয়ন এবং সবুজের সমৃদ্ধির হাবে পরিণত হয়েছে। ভয় এবং অন্ধকারকে সরিয়ে অগ্রগতির যাত্রা শুরু হয়েছে। সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে কয়েক দশকের আতঙ্ককে সরিয়ে ৩১ মার্চ, ২০২৬-এর মধ্যে 'নকশাল-মুক্ত ভারত'-এর অঙ্গীকার এক ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে, দেশ প্রভূত গর্বের সঙ্গে এই মুহূর্ত উদযাপন করছে...

একসময় যেখানে বন্দুকের শব্দ প্রতিধ্বনিত হত, সেখানে এখন উন্নয়নের গান শোনা যায়। একসময় যেখানে রাতগুলি আতঙ্কে ভরা ছিল, সেখানে এখন আশার আলো জ্বলজ্বল করছে। যেখানে একসময় জঙ্গলে নিস্তব্ধতা বিরাজ করত, সেখানে মানুষের জীবনে আজ হাসি দেখা যাচ্ছে। সাহস ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে ভারত আজ এক নতুন ইতিহাসের আখ্যান তৈরি করছে।

৩০ মার্চ, ২০২৬-এ সংসদে প্রতিধ্বনিত এই লাইনগুলি ভারতে নকশালবাদ নির্মূলের ক্ষেত্রে এক কাব্যের প্রকাশ ঘটিয়েছে এবং নকশাল প্রভাবিত এলাকাগুলিতে পরিবর্তন আনছে। যেখানে একসময় বন্দুক ছিল, সেখানে আজ কর্মসংস্থান হচ্ছে; যেখানে একসময় ভয় ও অন্ধকার বিরাজ করত, সেখানে আজ উন্নয়ন হচ্ছে। এই লাইনগুলি এক নতুন যুগের বার্তা দিচ্ছে - উন্নয়ন, সুরক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণতা দিচ্ছে - সেখানে হিংসার বদলে অগ্রগতি ঘটছে। এটি একটি সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যখন নীতি, সদিচ্ছা এবং নেতৃত্ব মিলিতভাবে কাজ করে, তখন অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে।

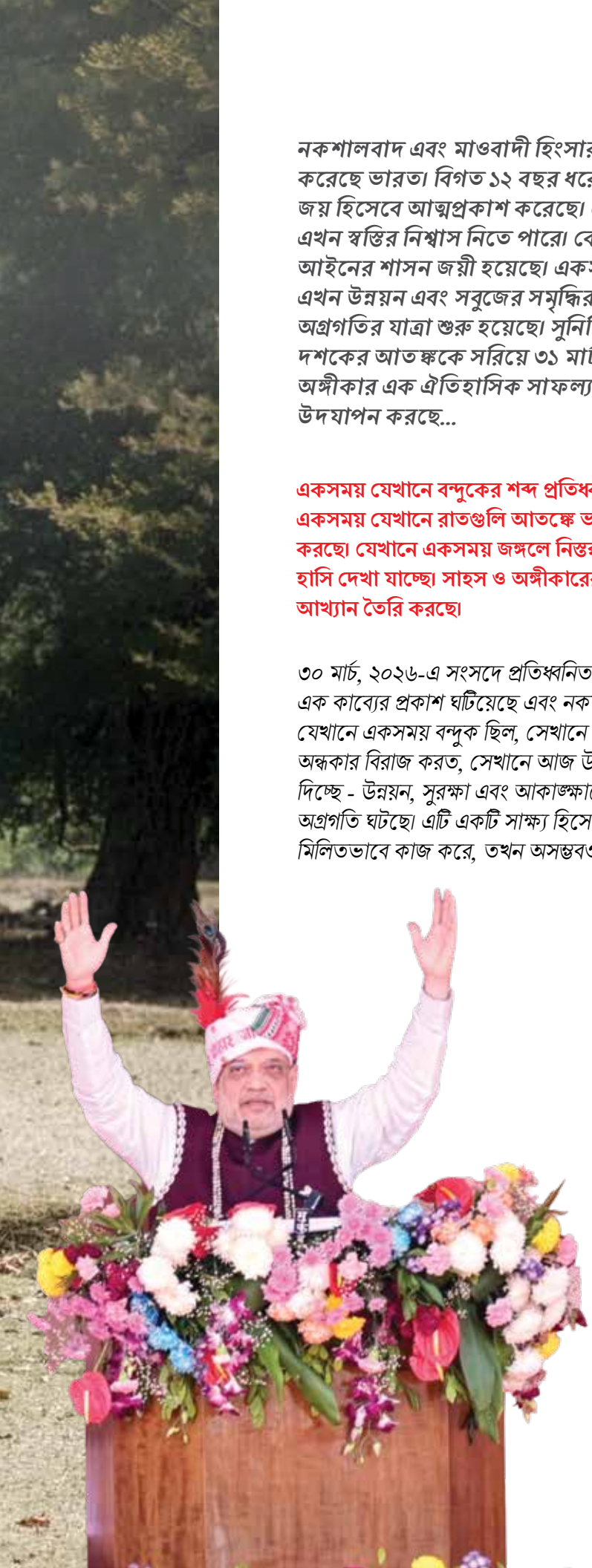

কিছু কিছু তারিখ এবং মুহূর্ত ইতিহাসের পাতায় চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে। এখন এরকমই একটি তারিখ হয়ে উঠেছে ৩১ মার্চ, ২০২৬। এখনও পর্যন্ত ৩১ মার্চকে আর্থিক বছরের শেষ দিন এবং আন্তর্জাতিকভাবে আইফেল টাওয়ারের উদ্বোধন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকান আমেরিকানদের প্রথম ভোটাধিকারের দিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু এখন এই তারিখটিকে "নকশাল-মুক্ত ভারত" এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতীক হিসেবেও স্মরণ করা হবে। "লাল সন্ত্রাস"-এর কারণে উন্নয়ন থেকে দীর্ঘকাল ধরে বঞ্চিত থাকা এলাকাগুলি এখন অগ্রগতির নতুন যাত্রার সূচনার সাক্ষী হয়ে উঠবে। এটি অর্জিত হবে। ৩১ মার্চের ঠিক একদিন আগে নকশাল-মুক্ত ভারতের নির্ধারিত তারিখটিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গণতন্ত্রের শীর্ষ মন্দিরে দাঁড়িয়ে এই সংকল্প অর্জনের কথা ঘোষণা করেন। দশকের পর দশক ধরে চলতে থাকা নকশাল সমস্যা আদিবাসী এলাকায় উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং অশান্তিতে ইন্ধন জুগিয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট নীতি এর সমাপ্তি ঘটিয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২৬ ইতিহাসে এমন এক তারিখ হয়ে উঠেছে, যা কয়েক দশকের পুরনো সমস্যাকে সমূলে উৎপাটনের ক্ষেত্রে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার বহুমুখী কৌশলকে হাতিয়ার করে জোরদার সুরক্ষা অভিযান কার্যকর করে এবং সহানুভূতির সঙ্গে উন্নয়নের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করে। সরকারের এইসব সুসংহত প্রয়াস নকশালদের পরিকাঠামো এবং ক্যাডারদের ধ্বংস করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। একটা সময়ে যখন তিনটি উচ্চ স্পর্শকাতর এলাকায় ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী নিজেই দায়িত্বভার নিয়েছিলেন: জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরপূর্ব ভারত এবং লাল করিডর চরম বাম উগ্রপন্থার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ৪-৫ দশক ধরে এইসব এলাকায় অশান্তির কারণে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং এখানে সম্পত্তিরও উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে। গরিবদের উন্নয়নের বদলে এইসব অঞ্চলে উগ্রপন্থা দমনে কেন্দ্রীয় বাজেটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করতে হত। নিরাপত্তা বাহিনীও মৃত্যুর শিকার হতেন। যদিও ২০১৪ সালের পর এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ হটস্পটের দিকে নজর দেওয়া হয় এবং এক সুস্পষ্ট, দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের ভিত্তিতে কাজকর্ম চালানো হয়।

নকশালবাদের উৎপত্তি

১৯৬৭-তে পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাড়ি আন্দোলনের মাধ্যমে এর সৃষ্টি হয়। প্রাথমিকভাবে এটি "লাল করিডর"-এ ছড়িয়ে পড়ে, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানার কিছু অংশ এর কবলে পড়ে।

১৯৭১-এ স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি হিংসার ঘটনা ঘটে, ৩৬২০টি। এরপর ১৯৮০-র দশকে জনযুদ্ধ গোষ্ঠী এইসব রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই দশকের পর বিভিন্ন বাম গোষ্ঠী একটি অন্যটির সাথে মিশতে থাকে এবং ২০০৪-এ সিপিআই (মাওবাদী) তৈরি হয়। নকশালদের হিংসা এক চরম আকার নেয়। পশুপতি থেকে তিরুপতি পর্যন্ত করিডর "লাল করিডর" হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই লাল করিডর হল, দেশের ভৌগোলিক এলাকার ১৭ শতাংশ এবং ১২ কোটি মানুষ এই আতঙ্কের শিকার হন, যাঁরা বছরের পর বছর ধরে চরম দারিদ্রের মধ্যে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই সময় দেশের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ মানুষ নকশালদের হিংসার আওতায় ছিলেন।

এটা সত্যি যে, মাওবাদী হিংসা মধ্য এবং পূর্ব ভারতের বেশ কয়েকটি জেলার অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। সেই কারণে মাওবাদী হিংসা নির্মূল করতে আমাদের সরকার ২০১৫ সালে একটি সর্বাত্মক 'জাতীয় নীতি ও কর্ম পরিকল্পনা' প্রণয়ন করে। সেইসঙ্গে হিংসার ক্ষেত্রে শূন্য সহনশীলতা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়। এইসব এলাকায় বসবাসরত গরিব মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে আমরা পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের ওপরও জোর দিই।

নরেন্দ্রর মোদী, প্রধানমন্ত্রী

‘লাল করিডর’ থেকে নকশাল-মুক্ত ভারত (২০১৪-২০২৬)

কেন্দ্রীয় সরকারের সুরক্ষা কৌশল, পরিকাঠামো উন্নয়ন, নকশালদের অর্থ যোগানের নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করা এবং আত্মসমর্পণের নীতি ইতিবাচক ফল দিয়েছে। নকশালবাদ নামে পরিচিত উগ্র বামপন্থা (এলডব্লুই) ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এবং নকশাল-কবলিত রাজ্যগুলির সরকারের সহায়তায় এইসব অঞ্চলকে এখন নকশাল-মুক্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। দেশকে নকশালবাদ থেকে মুক্ত করতে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে...

জাতীয় নীতি ও কর্ম পরিকল্পনা - ২০১৫

- নকশালবাদের সমস্যাকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করতে ‘জাতীয় নীতি ও কর্ম পরিকল্পনা’ অনুমোদিত হয় ২০১৫ সালে। এতে সুরক্ষা-সংক্রান্ত পদক্ষেপ, উন্নয়মূলক কাজকর্ম ও স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির অধিকারকে সুনিশ্চিত করা সহ বিভিন্ন ধরনের কৌশলের ওপর জোর দেওয়া হয়।
- বাম উগ্রপন্থা কবলিত রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন, ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন গঠন, হেলিকপ্টার সহায়তা, পুলিশ প্রশিক্ষণ ও আধুনিকীকরণ, প্রয়োজনীয় তহবিল, বস্ত্র ও সরঞ্জাম সরবরাহের মতো পদক্ষেপ নেয়; এছাড়া গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় এবং সুরক্ষিত থানা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়।

৩৬৮১.৭৩

কোটি টাকা ২০১৪-১৫ থেকে সুরক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় (এসআরই) প্রকল্পের আওতায় এলডব্লুই-কবলিত রাজ্যগুলির সক্ষমতা বাড়াতে বরাদ্দ করা হয়।

দেশের অন্য দুটি হটস্পট কাশ্মীরের ১ শতাংশ সন্ত্রাসবাদের এবং উত্তরপূর্ব ভারতের ৩.৩ শতাংশ মানুষ সাধারণভাবে অস্থিরতার শিকার হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটের বিপরীতে ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর জোর দিয়ে একটি সর্বাত্মক কৌশলের উদ্যোগ নেয়: আলোচনা, সুরক্ষা এবং সমন্বয়। এক্ষেত্রে ২০১৪ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত পর্বটি ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ইতিহাসে একটি “সোনালী যুগ” হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলেছেন : “আমরা নিঃসন্দেহে ৩১ মার্চ, ২০২৬-এর মধ্যে নকশালদের হিংসা থেকে দেশকে পুরোপুরি মুক্ত করতে সফল হব।”

“

২০১৪ থেকে আমাদের সরকার নকশালবাদ, মাওবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করে। আমরা আমাদের শহরগুলিতে সক্রিয় ‘আর্বান নকশাল’ এবং তাদের সমর্থকদের নিকেশ করেছি; আদর্শগত যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি ; এবং নকশালদের অত্যন্ত শক্ত ঘাঁটিগুলিতে আমরা তাদের মুখোমুখি হয়েছি। এইসব উদ্যোগের ফল আজ গোটা দেশের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ক্রমশ হিংসা হ্রাস

- ‘জাতীয় নীতি এবং কর্মপরিকল্পনা ২০১৫’ রূপায়ণের ফলে হিংসা কমে আসে। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং বাম উগ্রপন্থা (এলডব্লুই)-কে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
- বাম উগ্রপন্থার শিকার জেলার সংখ্যা ২০১৪-র ১২৬ থেকে কমে ডিসেম্বর ২০২৫-এ মাত্র ১১-তে নেমে আসে। এখন ‘অত্যন্ত নকশাল কবলিত’ কোনও জেলাই নেই।

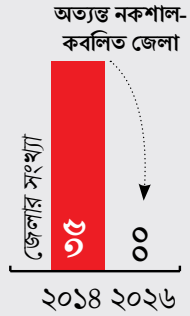

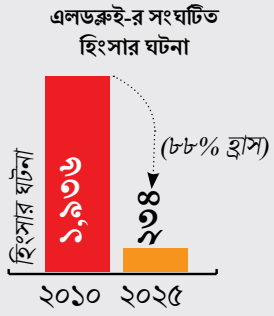

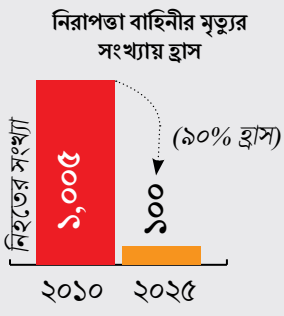

নকশালদের প্রাণহানি

বছর	সংখ্যা
২০২৫	৩৬৪

- ১,০২২ জনকে গ্রেপ্তার, ২,৩৩৭ জনের আত্মসমর্পণ।

থানায় বাম উগ্রপন্থার হিংসা সংক্রান্ত ঘটনার অভিযোগ দায়ের

বছর	থানা
২০১০	৪৬৫
২০২৫	১১৯
২০২৬	৬০

২৪ নকশালের আত্মসমর্পণ ২৩ মে, ২০২৫-এ।

১৯৭ জন নকশালের আত্মসমর্পণ ছত্তিশগড়ে এবং ৬১ জনের মহারাষ্ট্রে অক্টোবর, ২০২৫-এ।

৭,৪০৯ জন বাম উগ্রপন্থীকে ২০১৯ এবং ১৫ জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়, অন্যদিকে ৫,৮৮০ জনের আত্মসমর্পণ।

সংকল্পের বাস্তবায়ন

৭০৬
জন নকশাল ২০২৪, ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৬-এ এনকাউন্টারে নিহত।

২,২১৮
জন নকশালকে গ্রেপ্তার

৪,৮৩৯
জন নকশালের আত্মসমর্পণ

উত্তরপূর্বে ১০,০০০-এর বেশি তরুণ তাঁদের অস্ত্র সমর্পণ করে মূল স্রোতে যোগ দেন এবং ১২টির বেশি শান্তিচুক্তির মাধ্যমে ওই এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় এক উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পন্ন করা হয়। একইভাবে জম্মু-কাশ্মীরেও ৩৭০ ধারার অবলুপ্তির পথ ধরে উন্নয়নের এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।

‘লাল সন্ত্রাস’ থেকে মুক্ত ভারত

বিগত ১২ বছর ধরে জাতীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের এক অন্যতম বড় সাফল্য হল, নকশাল-মাওবাদী সন্ত্রাসের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া। ২০১৪ সালের আগে আমাদের দেশের অবস্থা এমন ছিল যে, ভারতের প্রাণকেন্দ্রে নকশালবাদী-মাওবাদীরা তাদের নিজেদের সমান্তরাল সরকার চালাত। এইসব এলাকায় ভারতের সংবিধান

পুনর্বাসন এবং উৎসাহ ভাতার প্রভাবও স্পষ্ট

- অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি উচ্চপদের বাম উগ্রপন্থী (লেফ্ট-উইং-এক্সট্রিমিজম) ক্যাডারদের জন্য পুনর্বাসন প্যাকেজ হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে ৫ লক্ষ টাকার অনুদান এবং অন্য এলডব্লুই ক্যাডারদের ২.৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

৫০,০০০

টাকার ইনসেনটিভ আত্মসমর্পণের জন্য এবং দলবদ্ধ আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ অর্থের ব্যবস্থা।

- প্রত্যেক আত্মসমর্পণকারীর জন্য একটি করে মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা করা হয়।
- অস্ত্র সমর্পণের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা।
- পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং সরঞ্জাম প্রদান

১০,০০০

টাকা প্রতি মাসে আর্থিক সহায়তা প্রদান ৩৬ মাসের জন্য, সেইসঙ্গে পিএম আবাস যোজনায় সমস্ত সুবিধাপ্রাপককে গৃহের সহায়তা।

- পঞ্চায়েত 'নকশাল-মুক্ত' ঘোষণার পর উন্নয়নের জন্য ১ কোটি টাকার অনুদান বরাদ্দ।
- তাঁদের সন্তানদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনা খরচে পড়াশোনার ব্যবস্থা। মহিলাদের ২ লক্ষ টাকা এবং পুরুষদের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ।

কাজ করত না। পুলিশ এবং প্রশাসন সেখানে কাজ করতে অক্ষম ছিল এবং এইসব গোষ্ঠীর কারণে প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালের আগে দেশের প্রায় ১২৫টি জেলা মাওবাদী হিংসার শিকার হয়েছিল। তথাপি গত ১২ বছরে নিরলস চেষ্টার ফলে দেশ আজ মুক্তির শ্বাস নিচ্ছে, মাওবাদী সন্ত্রাস থেকে মুক্ত হচ্ছে। এই প্রথম লক্ষ লক্ষ মানুষ ভয়ের ছায়া থেকে বেড়িয়ে আসছেন

"স্বাধীনতার পর থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই দেশের মানুষ প্রত্যাশা করেছিলেন, যেগুলি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই ১২ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসনের অধীনে নকশাল-মুক্ত ভারত গড়ার কাজও সুস্পষ্ট আকার নিচ্ছে। এক অর্থে এই ১২ বছর দেশের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

এবং উন্নয়নের মূল স্রোতের অংশ হয়ে উঠছেন। সেইসব অঞ্চলে মাওবাদী নকশালরা একসময় রাস্তা, বিদ্যালয় এবং হাসপাতাল নির্মাণ প্রতিহত করেছিল এবং এমনকি পরিকাঠামো লক্ষ্য করে বোমাও ছুঁড়ত। তারা চিকিৎসকদের গুলি করে হত্যা করত, মোবাইল টাওয়ার বসানোর কাজে বাধা দিত, বন্দিদের মুক্ত করতে সুরক্ষা কর্মীদের ক্যাম্পে হামলা চালাত, অস্ত্র লুঠ করত, পরিকাঠামো প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে কমিশন আদায় করত এবং ট্রাক ও পণ্যবাহী ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দিত। এখন সেখানে হাইওয়ে তৈরি হচ্ছে এবং নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। এর জন্য দেশ নিরাপত্তাবাহিনীর ত্যাগ, আত্মবলিদান এবং সাহসের কাছে ঋণী। ২০২৫-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন : নকশাল-মাওবাদী সন্ত্রাসের কবল থেকে দেশকে পুরোপুরি মুক্ত না করা পর্যন্ত তিনি তাঁর চেষ্টা থামাবেন না, মিশন সম্পন্ন না করা পর্যন্ত বিশ্রামও নেবেন না।

আলোচনা → সুরক্ষা → সমন্বয়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নকশালবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই সুরক্ষা, উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়, এই ত্রয়ীর ওপর ভিত্তি করে চালানো হচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সুস্থায়ী ও সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে ৩১ মার্চ ২০২৬-এর মধ্যে দেশ 'নকশাল-মুক্ত' হওয়ার লক্ষ্য অর্জন করেছে।

তিনটি তারিখ...দিক পরিবর্তন

উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার "পুরোপুরি সরকার" দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে ; অন্যদিকে নিরাপত্তা জোরদার করতে সরকার "পুরোপুরি এজেন্সি" দৃষ্টিকোণ নিয়ে তার কৌশল পরিবর্তন করে - এটি একটি পরিবর্তন যেখানে নির্ণায়ক আখ্যান তৈরি করেছিল তিনটি সুনির্দিষ্ট তারিখ...

- "অল-এজেন্সি অ্যাপ্রোচ"-এর মাধ্যমে এনআইএ, ইডি এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা নকশালদের নেটওয়ার্ক, অর্থ জোগানের মাধ্যম এবং সহায়তাকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বহুমুখী অভিযান শুরু করে।
- "হোল অফ গভর্নমেন্ট" দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে নকশাল-কবলিত অঞ্চলগুলিতে উন্নয়নমূলক উদ্যোগ চালু করে দেওয়া হয়।
- **২০ অগাস্ট, ২০১৯ :** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি বৈঠকের আয়োজন করে, যেখানে পুলিশ সমন্বয়, পুলিশের আধুনিকীকরণ, পুলিশ বাহিনীতে প্রাক্তন নকশালদের যুক্ত করা এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় সহ বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি সর্বাত্মক নীল নকশা তৈরি করা হয়।
- **২৪ অগাস্ট, ২০২৪ :** ছত্তিশগড়ে নির্বাচনের সূত্রে সরকারের বদল ঘটে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্য সফর করেন। সেখানে কেন্দ্র এবং রাজ্যের যৌথ কৌশল প্রণয়ন করা হয়। ওই দিনে ঘোষণা করা হয়: ৩১ মার্চ, ২০২৬-এর মধ্যে ভারত নকশাল-মুক্ত হবে।
- **৩১ মার্চ, ২০২৬ :** নকশাল-মুক্ত ভারতের অঙ্গীকারের বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত তারিখের ঠিক একদিন আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লোকসভায় আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুরো ভাষণ দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

এটি সরকারের এক দশকের নির্ণায়ক নীতি এবং শান্তি ও উন্নয়নের প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের সাক্ষ্য হিসেবে বার্তা দিচ্ছে। সরকার নকশালদের বিরুদ্ধে একটি সুসংহত, বহুমুখী এবং

পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ

- 'পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ' প্রকল্পের আওতায় রাজ্য পুলিশকে সহায়তা প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার অস্ত্র, তথ্যপ্রযুক্তি সামগ্রী, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ, যাতায়াত, পুলিশ আবাসন এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে সহায়তা প্রদান করে।
- মূল পরিকল্পনার একটি উপপ্রকল্প - 'বিশেষ পরিকাঠামো প্রকল্প (এসআইএস)'-এর আওতায় - বাম উগ্রপন্থা (এলডব্লুই) কবলিত রাজ্যগুলিতে বিশেষ বাহিনী, রাজ্য গোয়েন্দা শাখা, জেলা পুলিশ ইউনিট এবং সুরক্ষিত থানা তৈরি করা হয়।
- নিরাপত্তা পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে ৬৫৬টির বেশি সুরক্ষিত থানা তৈরি করা হয়।

১,২২৪.৫৯ কোটি টাকা

২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে প্রদান করা হয়।

৫৯৬ টি সুরক্ষিত থানা গত ১১ বছরে তৈরি করা হয়েছে।

৩৫০ টি থানা একসময় নকশাল সম্পর্কিত ঘটনার জন্য পরিচিত ছিল, এখন সেই সংখ্যা ৬০-এ নেমে এসেছে।

৪০৬ টি নতুন ক্যাম্প ২০২০ থেকে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য গড়ে তোলা হয়েছে।

৬৮ টি নৈশ-অবতরণকারী হেলিপ্যাড নির্মিত হয়েছে।

৪০০ টি বুলেট এবং বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী যান নিরাপত্তা কর্মীদের প্রদান করা হয়েছে।

০৫ টি হাসপাতাল নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং যোগাযোগ নেটওয়ার্ককে উন্নত করা হয়েছে।

অর্থ জোগান রুখতে পদক্ষেপসমূহ

বাম উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলির অর্থ জোগান রুখতে সরকার বিশেষ উদ্যোগ নেয়। কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মাওবাদী) এবং তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানকারীদের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বার করতে ধারাবাহিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বাম উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলির অর্থ জোগানের পথ বন্ধ করতে রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি সুসংহত এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বাম উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলির আর্থিক নেটওয়ার্ক ধ্বংস করার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি হল :

- সন্ত্রাসে অর্থ জোগান রুখতে ২০১১ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে "কাউন্টারিং টেরোরিস্ট ফাইনান্সিং (সিটিএফ) সেল" নামে একটি বিশেষ ইউনিট গঠন করা হয়। এই সেলের কাজ হল, সন্ত্রাসবাদীদের আর্থিক নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে বিভিন্ন গোয়েন্দা ও এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা।
- জঙ্গিদের অস্ত্র প্রদান এবং ভুয়ো ভারতীয় মুদ্রা (এফআইসিএন) সংক্রান্ত মামলাগুলির তদন্ত ও শাস্তিদানের লক্ষ্যে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)-ও "টেরর ফান্ডিং অ্যান্ড ফেক কারেন্সি সেল" (টিএফএফসি) গঠন করে।
- দেশের মধ্যে জাল নোট ছড়িয়ে পড়া রুখতে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় স্তরে বিভিন্ন সুরক্ষা সংস্থার মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদানের পথ সুগম করতে "এফআইসিএন কোঅর্ডিনেশন সেন্টার" (এফসিওআরডি) গঠন করা হয়।
- রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব এবং অবৈধ কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন মেনে জঙ্গি সংগঠন এবং তাদের সদস্যদের ওপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এইসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে, অর্থ এবং সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং জঙ্গি সংগঠনগুলির অর্থের জোগান বন্ধ করে দেওয়া।
- ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে - একটি কেন্দ্রীয় স্তরে ও অন্যটি রাজ্যস্তরে- দুটি বহুমাত্রিক গোষ্ঠী গঠন করা হয় এলডব্লুই ক্যাডারদের অর্থ জোগানে নজরদারির লক্ষ্যে।

৪০

কোটি টাকার সম্পত্তি এনআইএ তার নকশাল-বিরোধী ফাইনান্সিং ইউনিটের মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত করে, অন্যদিকে রাজ্যগুলিও ৪০ কোটি টাকার বেশি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, নকশালদের অর্থ জোগান বন্ধ করা হয়।

১২

কোটি টাকা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বাজেয়াপ্ত করে। এই পদক্ষেপ 'আর্বান নকশাল'দের নৈতিক ও মানসিক বল ভেঙে দেয় এবং এর ফলে তাদের লড়াইয়ের নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত তথ্যের ওপর আরও নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব হয়।

বলিষ্ঠ কৌশল গ্রহণ করেছিল - এই দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ববর্তী সরকারগুলির সামঞ্জস্যহীন পদ্ধতির পরিবর্তে সফল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। আলোচনা সুরক্ষা সমন্বয়ের সুস্পষ্ট নীতির মাধ্যমে সরকার মার্চ ২০২৬-এর মধ্যে প্রতিটি নকশাল কবলিত অঞ্চলকে পুরোপুরি নকশাল-মুক্ত করে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের মতে, অতীতকে বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে, ঘটনাকেন্দ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং একটি স্থায়ী নীতি কাঠামোর পুরোপুরি ঘাটতি ছিল। এক অর্থে সরকারের পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি পুরোপুরি নকশালদের হাতে ছিল। কিন্তু ২০১৪ সালের পর থেকে সরকারের যাবতীয় অভিযান এবং কর্মসূচির লাগাম দৃঢ়ভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

Representative Image

উন্নয়ন-কেন্দ্রিক উদ্যোগসমূহ

উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের প্রধান প্রকল্পগুলি ছাড়াও বাম উগ্রপন্থা (এলডব্লুই) কবলিত বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বিশেষ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাস্তার সম্প্রসারণ, টেলি-যোগাযোগের উন্নতি, শিক্ষা, দক্ষতার উন্নয়ন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল :

- রাস্তা নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করতে দুটি বিশেষ প্রকল্প- রোড রিক্যোয়ারমেন্ট প্ল্যান (আরআরপি) এবং এলডব্লুই কবলিত এলাকাগুলির জন্য রাস্তার সংযোগ প্রকল্প (আরসিপিএলডব্লুইএ) রূপায়িত করা হয়েছে।

১৭,৫৮৯ কিলোমিটার রাস্তা যে সব প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত হয়, যার মধ্যে ১২,০০০ কিলোমিটারের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

৬,০২৫ টি ডাকঘরে এলডব্লুই-কবলিত জেলাগুলিতে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু করেছে ভারতীয় ডাক বিভাগ।

- এলডব্লুই-কবলিত এলাকাগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে ৯,২৩৩টি টাওয়ার বসানো হয়েছে।
- দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪৬টি শিল্প প্রশিক্ষণ সংস্থা (আইটিআই) এবং ৪৯টি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র খোলা হয়েছে।
- আদিবাসী এলাকাগুলিতে উন্নতমানের শিক্ষা প্রদানে ২৫৯টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বাম-উগ্রপন্থা কবলিত জেলাগুলিতে চালু করা হয়েছে:

১,৮০৪ ব্যাঙ্ক শাখা

১,৩২১ এটিএম

৩৭৮৫০ ব্যাঙ্কিং করেসপন্ডেন্ট

- বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা (এসসিএ) প্রকল্পের আওতায় এলডব্লুই-কবলিত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে গণপরিকাঠামোর ব্যবধান ঘোচাতে ২০১৭ সালে এই প্রকল্প চালুর পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩,৯৫৩.৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- ২ অক্টোবর ২০২৪-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঝাড়খণ্ড থেকে 'ধরতী আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান'-এর সূচনা করেন। এই অভিযানের লক্ষ্য হল, ১৫,০০০-এর বেশি গ্রামে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করা। এছাড়া সরকার - রোড কানেক্টিভিটি, মোবাইল কানেক্টিভিটি এবং ফিনান্সিয়াল কানেক্টিভিটি নামে পরিচিত - এই '৩-সি'কে মজবুত করার লক্ষ্যে ওই অঞ্চলগুলিতে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করছিল, যাতে অপেক্ষাকৃত উন্নত সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করা যায়।

এটি নীতির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, "আমাদের সরকারের নীতি স্পষ্ট : যাঁরা তাঁদের অস্ত্র সমর্পণ করে আত্মসমর্পণ করতে চান তাঁদের জন্য 'লাল কার্পেট' পাতা রয়েছে এবং তাঁরা স্বাগত। কিন্তু যদি তাঁরা নিরীহ আদিবাসীদের হত্যা করতে অস্ত্র তুলে নেয়, তবে এটা সরকারের পবিত্র কর্তব্য হল, নিরীহ আদিবাসীদের রক্ষা করা এবং সশস্ত্র নকশালদের মোকাবিলা করা।" কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সমন্বয়ের উন্নতি ঘটেছে এবং রাজ্য সরকারগুলির সক্ষমতা ও নজরদারি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের মধ্যে সমন্বয় মজবুত করা হয়েছে।

২৪০ শয্যার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নির্মাণ জগদলপুরে। আগে এই এলাকায় প্রাথমিক এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অভাব ছিল।

২,২১২

কোটি টাকার কাজ সিভিক অ্যাকশন কর্মসূচির আওতায় হাতে নেওয়া হয়, এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য ক্যাম্প এবং ওষুধের ব্যবস্থা।

- আদিবাসী তরুণদের জন্য বিনিময় কর্মসূচির আয়োজন।
- রাজ্যগুলির জন্য বিশেষ সুরক্ষা-সংক্রান্ত ব্যয়ের উদ্যোগ।

৩,০০০

কোটি টাকা ১০ বছরের জন্য প্রদান।

৫,০০০

কোটি টাকা বরাদ্দ বিশেষ পরিকাঠামো প্রকল্পে

২,০০০

কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ বর্ধিত বিশেষ পরিকাঠামো প্রকল্পে।

৪,০০০

কোটি টাকা কেন্দ্রীয় তহবিলের মাধ্যমে বিশেষ গণ পরিকাঠামোর জন্য প্রদান।

বস্তারের উন্নয়নে এক নতুন মাত্রা

- বস্তার থেকে নকশালবাদকে নির্মূল করা হয়েছে।
- এই লক্ষ্য অর্জনে বস্তারের প্রতিটি গ্রামে স্কুল তৈরির প্রচারাভিযান চালানো হয়।
- প্রতিটি গ্রামে রেশন দোকান খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।
- প্রতিটি তহশিল এবং পঞ্চায়েতে কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র (সিএইচসি) এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (পিএইচসি) চালু করা হয়।
- আধার এবং রেশন কার্ড প্রদান করা হয়, সুবিধাপ্রাপকদের বিনামূল্যে ৫ কেজি রেশন এবং গ্যাস স্টোভের মতো সুবিধা প্রদান করা হয়।
- ‘বস্তার অলিম্পিক্স’ এবং ‘বস্তার প্যান্ডাম’-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে ক্রীড়ার উন্নয়ন ঘটানো হয়।

১.২০ **লক্ষ শিল্পী বস্তার প্যান্ডামে অংশ নেন।**

৫.৫০ **লক্ষ আদিবাসী মানুষ নানাবিধ ক্রীড়ায় অংশ নেন।**

এই প্রথম ভারত সরকার ধোঁয়াশা মুক্ত একটি সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করে। রাজ্যগুলি এবং কেন্দ্রীয় সুরক্ষা সংস্থাগুলিকে অভিযানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি গোপন তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিনিময় এবং অভিযানের ক্ষেত্রে কার্যকর সমন্বয় সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে একটি বাস্তবসম্মত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। অবৈধ অস্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। নকশালদের অস্ত্র সরবরাহ শৃঙ্খলকে ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে ২০১৯ থেকে ২০২৬-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য মেলে। এছাড়া নকশালদের অর্থ যোগানের সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান

চালায় জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) এবং এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ইডি)। "আর্বান নকশাল"দের সাহায্য, আইনি সহায়তা এবং মিডিয়ায় জনমত গড়ার নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সেন্ট্রাল কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 'অপারেশন অক্টোপাস' এবং 'অপারেশন ডবল বুল'-এর মতো অভিযান চালানো হয়। ডিআরজি, এসটিএফ, সিআরপিএফ এবং কোবরা বাহিনীর জন্য যৌথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও হাতে নেওয়া হয়, যাতে এই চারটি বাহিনী যৌথ অভিযানের উপযোগী হয়ে ওঠে। বর্তমানে ফরেন্সিক তদন্ত চালানো হচ্ছে, লোকেশন ট্র্যাকিং ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে এবং রাজ্য পুলিশের হাতে মোবাইল ফোনে কার্যকলাপ সংক্রান্ত তথ্য এসে পৌঁছচ্ছে। বিজ্ঞানসম্মত কল-লগ অ্যানালিসিস সংক্রান্ত সফ্টওয়্যার তৈরি করা হয়েছে এবং তাঁদের গোপন সমর্থনকারীদের চিহ্নিত করতে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যানালিসিসকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই সব পদক্ষেপ শুধুমাত্র নকশাল বিরোধী অভিযানকে ত্বরান্বিত করেনি, সেই সঙ্গে কার্যকর ফলও দিয়েছে।

নকশাল-মুক্ত ভারত – একটি উল্লেখযোগ্য তারিখ

৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখটি ভারতের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য তারিখ হয়ে উঠেছে। এই লক্ষ্য অর্জনে বহুমুখী কৌশল গ্রহণ করা হয়। এই কৌশলের মধ্যে ছিল নিরাপত্তা বাহিনীর

"শুধুমাত্র গত বছরেই ২১০০-র বেশি নকশাল আত্মসমর্পণ করেছেন; ৯০০-র বেশিকে গ্রেফতার করা হয়েছে; এবং অস্ত্র সমর্পণে অনিচ্ছুক ৩০০-র বেশি কট্টোরপন্থী নকশালকে নিকেশ করা হয়েছে। এর ফলে যে সব এলাকার মানুষ একসময় আতঙ্কের ছায়ায় বেঁচে থাকতেন, আজ সেখানে উন্নয়নের এক নতুন শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

লাগাতার অভিযান, সর্বাত্মক উন্নয়ন উদ্যোগ এবং পুনর্বাসন নীতি। আন্তঃ-সংস্থা সহযোগিতার মাধ্যমে চালানো এই সব অভিযানে মাওবাদী নেটওয়ার্ককে ধ্বংস এবং নকশাল কবলিত এলাকাগুলিতে শান্তি ফেরানোর কাজে নজিরবিহীন সাফল্য মিলেছে। এটি হল প্রথম দৃষ্টান্ত, যেখানে সরকার সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে নকশালদের পুরোপুরি নির্মূল করার এ ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়েছিল এবং সাফল্যের সঙ্গে তা কার্যকর করেছে। ২০২৫-এর এপ্রিলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সুনির্দিষ্টভাবে বলেছিলেন যে, ৩১ মার্চ ২০২৬-এর মধ্যে ছত্তিশগড় সহ

মাওবাদী আদর্শের পিছনে কী রয়েছে? তাঁদের লক্ষ্য কী? যখন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম, তখন আমরা ঘোষণা করেছিলাম "সত্যমেব জয়তে" অর্থাৎ সত্যের জয় হোক। যদিও তাঁদের লক্ষ্য হল, "বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস।" তাঁদের দিক থেকে "ক্ষমতা" শব্দটি উন্নয়নকে তুলে ধরে না, বরং শুধুমাত্র তাঁদের নিজেদের আদর্শের অস্তিত্বকে বোঝায়। সেখানে উন্নয়নের কোনও স্থান নেই; গণতন্ত্রের প্রতি তাঁদের কোনও আস্থা নেই।

অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

গোটা দেশে নকশালবাদ অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেশ এবং নাগরিকদের প্রতি এই অঙ্গীকারের কথা তিনি বারবার দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে নিরাপত্তা বাহিনী বেশ কয়েকটি অভিযান চালায়। ২০২২-এ বিহারের বুদ্ধ পাহাড় এলাকায় 'অপারেশন অক্টোপাস' চালানো হয়। একই বছরে লোহারদাগার গুমলা এবং লাতেহারে 'অপারেশন ডবল বুল' চালানো হয়। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই এই তিনটি এলাকা নকশালমুক্ত হয়ে ওঠে। একইভাবে ২০২২-এর ১ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পশ্চিম সিংভূমের সরাইকেলা এবং ঝাড়খন্ডের খুন্তি জেলায় 'অপারেশন থান্ডারস্টর্ম' চালানো হয়। ২০২২-এর জুন-জুলাইয়ে মুঙ্গের জেলায় 'অপারেশন ভীমবন্ধ' চালানো হয়। বিহারের গয়া এবং ঔরঙ্গাবাদ জেলায় চালানো হয় 'অপারেশন চক্রবান্ধা'।

মে ২০২৫-এ নকশালমুক্ত ভারত গড়ার অঙ্গীকারে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জিত হয়। নিরাপত্তা বাহিনী ছত্তিশগড়-তেলেঙ্গানা সীমানায় কারেগুট্টালু এলাকায় সর্ববৃহৎ নকশাল বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩১ জন নকশালকে নিকেশ করে। এক সময়ের লাল সন্ত্রাসের শিকার কারেগুট্টালু পাহাড়ে গর্বের সঙ্গে তেরঙ্গা উত্তোলিত হয়। মাত্র ২১ দিনের মধ্যেই নিরাপত্তা বাহিনী এই অভিযান সম্পন্ন করে, যা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ যাবৎকালের মধ্যে এটাই ছিল সর্ববৃহৎ নকশাল-বিরোধী অভিযান, যেখানে একজনও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যের কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। আরও একটি ঐতিহাসিক সাফল্য হল, নারায়ণপুরে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মাওবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক নাম্বালা কেশব রাও (ওরফে বাসবরাজু) সহ ২৭ জন ভয়ঙ্কর নকশালবাদীকে নিকেশ করে নিরাপত্তা বাহিনী। বাসবরাজুকে মাওবাদী আন্দোলনের প্রধান হোতা হিসেবে মনে করা হত। তিন দশক পর এই ধরনের উচ্চ পদাধিকারী মাওবাদী নেতাকে নিকেশ করা সম্ভব হয়েছিল। "অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট"-এর পথ ধরে বিভিন্ন রাজ্যের ৫৪ জন মাওবাদীকে গ্রেফতার করা হয় এবং ৮৪ জন আত্মসমর্পণ করেন।

বিশেষ আদালত...

- এনআইএ-কে শক্তিশালী করা হয়। বাম উগ্রপন্থা (এলডব্লুই)- কবলিত এলাকাগুলিতে স্টেট ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সি (এসআইএ) গঠন করা হয়।
- ছত্তিশগড়ে চারটি এলডব্লুই বিশেষ আদালত চালু করা হয় এবং অন্য রাজ্যগুলিতে বিশেষ আদালত গঠন করা হয়।

২৮০ নতুন ক্যাম্প ২০১৯ থেকে এপর্যন্ত চালু করা হয়েছে, রাজ্য পুলিশের অভিযানে সহায়তা করার জন্য ১৫ ব্যাটেলিয়ন যৌথ টাস্ক ফোর্স এবং ৬ ব্যাটেলিয়ন কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

“২০১৪-র পর কী পরিবর্তন ঘটেছে? সিএপিএফ একই রয়ে গিয়েছে। রাজ্য পুলিশও অপরিবর্তিত রয়েছে। ২০১৪-র পর যা করা হয়েছিল, তা হল, শক্তিশালী রাজনৈতিক ইচ্ছাকে সঙ্গী করে একটি সুস্পষ্ট নীতি। নরেন্দ্র মোদী দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, দেশের কোনও অংশেই বেআইনি কাজকর্ম বরদাস্ত করা হবে না।

অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সবুজ অঞ্চল উন্নয়ন

এক অর্থে গত এক দশক শান্তি এবং অগ্রগতির যুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে দেশ বিভিন্ন ধরনের হিংসাত্মক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে, সন্ত্রাসবাদ বা নকশালবাদ, যাই হোক না কেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, “দেশের শয়ে শয়ে জেলা নকশালবাদের কবল থেকে বেরিয়ে আসছে এবং স্বাধীনতার শ্বাস নিচ্ছে। আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, বোমা, বন্দুক এবং পিস্তলকে দূরে সরিয়ে দেশের সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আমাদের সংবিধান জয়ী হয়েছে। দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এক সময়ে ‘লাল করিডোর’ নামে যা পরিচিত ছিল, তা আজ ‘গ্রিন জোন গ্রোথ’-এ রূপান্তরিত হচ্ছে।” নকশাল প্রভাবিত রাজ্যগুলি – বিশেষত ছত্তিশগড়ে – এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা গেছে, যা প্রকৃত অর্থে উল্লেখযোগ্য এবং প্রেরণাদায়ক। এই রাজ্যটি একসময় নকশালবাদ এবং অনগ্রসরতার জন্য পরিচিত ছিল। আজ সেই একই রাজ্য সমৃদ্ধি, সুরক্ষা এবং স্থায়িত্বের প্রতীক হয়ে উঠছে। আজ দেশের প্রতিটি প্রান্তে ‘বস্তার অলিম্পিক্স’ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

বিজাপুরের চিন্ধাপল্লী গ্রামে ৭ দশকের মধ্যে এই প্রথম বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম অবুঝমাড়ের রেকাবায়া গ্রামে বিদ্যালয় তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। আগের নকশাল প্রভাবিত গ্রামগুলিতে এখন উন্নয়নের স্রোত বইছে। এখন লাল পতাকার পরিবর্তে গর্বের তেরঙ্গা উড়ছে।

আজ বস্তারের মতো এলাকায় আর ভয়ের পরিবেশ নেই। কোনও সন্দেহ নেই, ২০১৪ সালের পর কেন্দ্রীয় সরকার বিপথগামী তরুণদের মূল স্রোতে ফেরাতে সংবেদনশীলতার সঙ্গে প্রয়াস চালিয়েছে। অক্টোবর ২০২৫-এ এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, “গত এক দশকে হাজার হাজার নকশাল তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করেছেন। আমি আপনাদের গত ৭৫ ঘন্টার পরিসংখ্যান দিচ্ছি: আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সন্তোষজনক ঘটনা হল, এই ৭৫ ঘন্টায় ৩০৩ জন নকশাল আত্মসমর্পণ করেছেন। এক সময় তাঁরা .৩০৩ রাইফেল চালাতেন। আজ তাঁদের ৩০৩ জন আত্মসমর্পণ করেছেন। এঁরা সাধারণ নকশাল নন – তাঁদের কারোর মাথার দাম এক কোটি টাকা, কারোর ১৫ লক্ষ টাকা এবং কারোর ৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছিল। তাঁদের প্রত্যেকেই তাঁদের জন্য ধার্য করা পুরস্কারের কথাও জানিয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই বন্দুক এবং বোমা ত্যাগ করেছেন এবং ভারতের সংবিধান গ্রহণ করতে প্রস্তুত। যখন একটি সরকার সংবিধানের প্রতি পুরোপুরি দায়বদ্ধ থাকে, তখন বিপথে চলে যাওয়া তরুণরা সঠিক পথে ফিরে আসেন এবং সংবিধানের ওপর তাঁদের দৃষ্টি দেন। তাঁরা এখন উন্নয়নের মূল স্রোতে যোগ দিচ্ছেন। মানুষ মেনে নিচ্ছেন যে, তাঁরা ভুল পথে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা ৫টি দশক অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের পুরো যৌবন উৎসর্গ করেছেন, কিন্তু যে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আসেনি। ভারতের সংবিধানের ওপর আস্থা রেখে এখন তাঁরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন।” ●

জাতীয় নীতি

নতুন ভারতের রাজনীতির ভিত্তি

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ ভাষণ দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

নতুন ভারত এক নতুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলেছে – যা এখন আর সমস্যাগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না বরং সরাসরি তার মোকাবিলা করে। এ কারণেই ভারত শুধু দেশের মধ্যেই নয়, বিশ্বজুড়ে উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে শুরু করে গ্লোবাল ওয়েস্ট এবং গ্লোবাল সাউথ থেকে তার প্রতিবেশী দেশগুলি পর্যন্ত এক বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে উঠে এসেছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট এবং তার মোকাবিলার জন্য তৈরি নীতিগুলির প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী TV9 সামিট ২০২৬-এ একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেনঃ

> *এই হলো নতুন ভারত; উন্নয়নের লক্ষ্যে যা কোন প্রচেষ্টাই বাদ রাখছে না।*
>
> *দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে স্থান দেওয়া দরকার, কারণ চূড়ান্তভাবে রাজনীতির উর্ধ্বে রয়েছে জাতি এবং জাতির উন্নয়ন।*
>
> *সবার ওপরে জাতীয় স্বার্থকে স্থান দেওয়ার এই অনুপ্রেরণাই ভারতকে এক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করবে। এই অনুপ্রেরণাই ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলবে।*

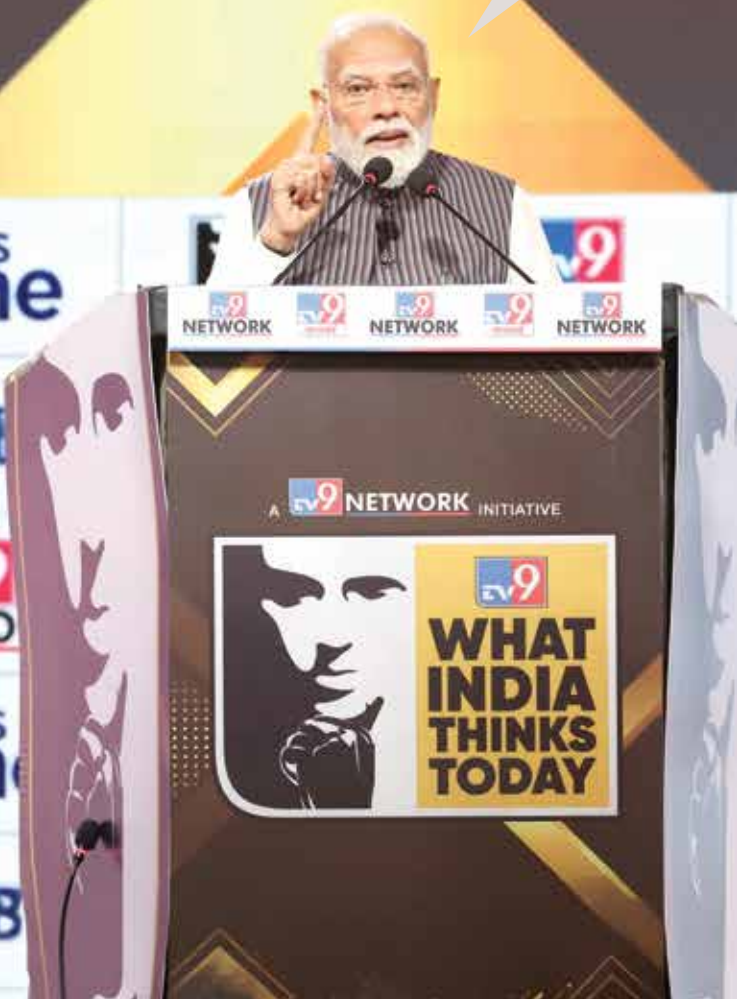

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ থেকে নির্বাচিত অংশ

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, সংকল্পগুলি সাফল্যে পরিণত হচ্ছে

নতুন ভারত চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে চলে না বরং সরাসরি তার মোকাবিলা করে। গত ৫-৬ বছরের দিকে তাকানঃ মহামারীর পর থেকে বছরের পর বছর চ্যালেঞ্জ শুধু বহুগুণে বেড়েছে। এমন একটা বছরও যায়নি যা ভারত এবং ভারতীয়দের পরীক্ষা নেয়নি। তবুও, ১.৪ বিলিয়ন নাগরিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারত প্রতিটি সংকট মোকাবিলা করে এগিয়ে গেছে। অতীতে নীতি প্রণয়ন করা হলেও, আজ আমরা তার বাস্তব ফল দেখতে পাচ্ছি। আগে অগ্রগতির গতি ছিল ধীর; আজ ভারত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। অতীতে এমনকি ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও অনিশ্চয়তায় ঢাকা ছিল; আজ আমাদের সংকল্পগুলি সাফল্যে পরিণত হচ্ছে। ফল হিসেবে, বিশ্ব একটা স্পষ্ট বার্তা পাচ্ছেঃ এটাই নতুন ভারত – এমন একটা জাতি যা উন্নয়নের নিরলস সাধনায় কোন প্রচেষ্টাই বাকি রাখছে না।

যুদ্ধকালীন শক্তি

এমনকি যুদ্ধের সময়েও ভারতের নীতি, রণনীতি এবং শক্তি দেখে বিশ্ব বিস্মিত হয়। আমাদের একটা প্রবাদ আছেঃ "সত্য অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।" এই ২৩ দিনে ভারত সম্পর্ক স্থাপন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সংকট ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা দেখিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা...
তবুও, ভারত এগিয়ে চলেছে

প্রতিটি বিশ্বব্যাপী অস্থিরতার মাঝেও ভারত তার অগ্রগতির গতি অবিচলভাবে বজায় রেখেছে। যদি আমি ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরের মাত্র ২৩ দিনের বিবরণ দিই, তাহলে দেখা যাবে যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত, দেশজুড়ে হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এই উদ্যোগগুলিই 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে দেশ যে দ্রুতগতিতে কাজ করে চলেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

- দিল্লি মেট্রো রেলের গুরুত্বপূর্ণ করিডরগুলির উৎসর্গীকরণ।
- শিলচরে একটা হাই-স্পিড করিডরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
- কোটায় একটা নতুন বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
- মাদুরাই বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মর্যাদা প্রদান।
- শিল্প উন্নয়নকে দ্রুত করার জন্য পরিকল্পিত একটা ব্যাপক প্রকল্পের অনুমোদন।

জল জীবন মিশন বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে **২০২৮** সাল পর্যন্ত

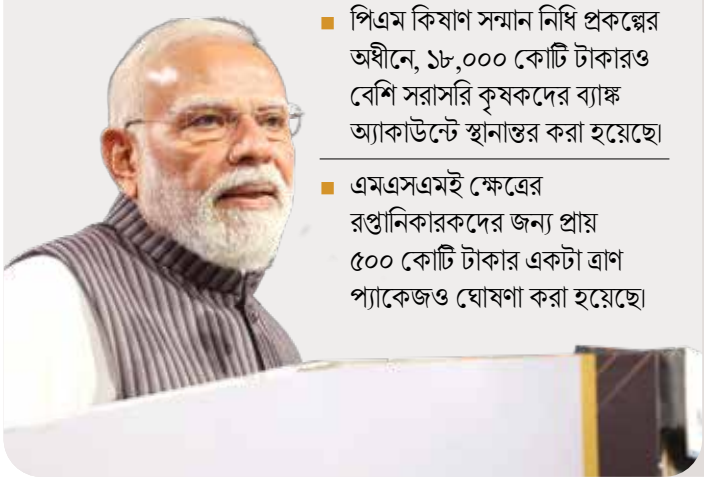

- পিএম কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের অধীনে, ১৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছে।
- এমএসএমই ক্ষেত্রের রপ্তানিকারকদের জন্য প্রায় ৫০০ কোটি টাকার একটা ত্রাণ প্যাকেজও ঘোষণা করা হয়েছে।

মূল্যায়নঃ নতুন সম্ভাবনার জন্ম

ব্যবস্থাপনার জগতে একটা সুপরিচিত নীতি আছেঃ "যা পরিমাপ করা হয়, তা পরিচালনা করা যায়।" তবে, আমি এর সঙ্গে আরও একটা বিষয় যোগ করতে চাইঃ "যা পরিমাপ করা হয়, তা উন্নত হয় এবং পরিশেষে, রূপান্তরিত হয়।" কারণ মূল্যায়ন সচেতনতা তৈরি করে। মূল্যায়ন জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, মূল্যায়ন নতুন সম্ভাবনার জন্ম দেয়। আপনি যদি ২০১৪ সালের আগের ১০-১১ বছরের সঙ্গে ২০১৪ সালের পরের ১০-১১ বছরের তুলনা করেন, তাহলে আপনি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন ভারত ঠিক কীভাবে এই নীতিটি অনুসরণ করে প্রতিটি ক্ষেত্রকে রূপান্তরিত করেছে। যার উদাহরণ হলোঃ

দেশের মহাসড়কগুলি

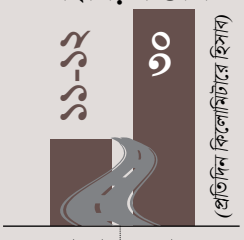

বন্দরে জাহাজের অপেক্ষার সময়

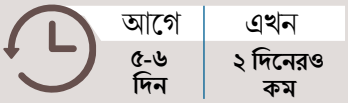

চিকিৎসা শিক্ষায় আসন সংখ্যা

পূর্বে, চিকিৎসা শিক্ষায় আসন সংখ্যা সীমিত ছিল

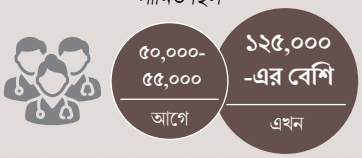

দেশে স্টার্টআপ

দেশে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

জন ধন যোজনার অধীনে খোলা হয়েছে

দেশে বিমানবন্দরের সংখ্যা

জাতীয় স্বার্থ, শান্তি ও সংলাপের পক্ষে ভারত

আজ যখন বিশ্ব বহু শিবিরে বিভক্ত, ভারত তখন অভূতপূর্ব ও অকল্পনীয় সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছে। উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে শুরু করে বিশ্বপাশ্চাত্য, বিশ্বপাশ্চাত্য থেকে শুরু করে প্রতিবেশী দেশগুলি পর্যন্ত, ভারত সকলের বিশ্বস্ত অংশীদার। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, "আমরা কার পক্ষে?" তাদের প্রতি আমার উত্তর সহজঃ আমরা ভারতের পক্ষে, আমরা ভারতের স্বার্থের পক্ষে, শান্তির পক্ষে এবং সংলাপের পক্ষে।

সবার আগে দেশের ভবিষ্যৎ

যখন জাতীয় নীতিই রাজনীতির ভিত্তি হয়ে ওঠে তখন দেশের ভবিষ্যতই সবার আগে থাকে। কিন্তু যখন ব্যক্তিগত স্বার্থ রাজনীতিতে প্রাধান্য পায়, তখন মানুষ দেশের ভবিষ্যতের বদলে নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবে। ২০০৪ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে কী ঘটেছিল তা মনে করুন। পেট্রোল, ডিজেল এবং গ্যাসের দাম নিয়ে সংকট দেখা দিয়েছিল এবং ১,৪৮,০০০ কোটি টাকার তেল বন্ড ইস্যু করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নিজেই বলেছিলেন যে তারা ভবিষ্যৎ

পূর্ব ভারতের উন্নয়ন

আজ আমাদের প্রচেষ্টা হলো অতীতে সৃষ্ট উন্নয়নের ভারসাম্যহীনতাকে সুযোগে পরিণত করা। পূর্ব ভারত সম্পদে সমৃদ্ধ; কিন্তু, কয়েক দশক ধরে যারা এই অঞ্চল শাসন করেছেন তাদের সৃষ্ট অবহেলা এর উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করেছিল। এখন পরিস্থিতি বদলাচ্ছে।

- আসামে, যেখানে একসময় গুলির শব্দ শোনা যেত, আজ সেখানে একটা সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট তৈরি হচ্ছে।
- ওড়িশায়, সেমিকন্ডাক্টর থেকে পেট্রোকেমিক্যাল পর্যন্ত নতুন ক্ষেত্রগুলিতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে।
- বিহারে, গঙ্গার ওপর একটা বড় সেতু নির্মাণ করতে ছয় বা সাত দশক সময় লেগেছিল। শুধুমাত্র গত দশকেই পাঁচটিরও বেশি নতুন সেতু নির্মিত হয়েছে।
- উত্তরপ্রদেশ, যা একসময় দেশি পিস্তলের গল্পের জন্য পরিচিত ছিল, আজ মোবাইল ফোন উৎপাদনে বিশ্বব্যাপী নিজের ছাপ রাখছে।
- পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব ভারতের একটি প্রধান রাজ্য, একসময় ভারতের সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্প এবং বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। গত ১১ বছরে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে উল্লেখ্য বিনিয়োগ করেছে।

গণতন্ত্রে বিরোধিতা এবং বিদ্বেষের মধ্যে পার্থক্য

যখন রাজনৈতিক বিরোধিতা উন্নয়নের বিরুদ্ধে বিরোধিতায় বদলে যায়, যখন সমালোচনা দেশের অর্জন নিয়ে সন্দেহ তৈরি করতে শুরু করে, তখন তা আর শুধুই সরকারের বিরোধিতা থাকেনাঃ এটা দেশের অগ্রগতি নিয়ে অস্বস্তিবোধ দ্বারা চিহ্নিত একটা মানসিকতায় পরিণত হয়। বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে, প্রতিটি সাফল্যই যেন প্রতিটি জাতীয় প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়। গণতন্ত্রে ভিন্ন মত অপরিহার্য। সরকারের বিরোধিতা করা একটা গণতান্ত্রিক অধিকার; কিন্তু, স্বয়ং দেশকে কলঙ্কিত করা একজনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন তোলে।

- কোভিড-১৯ মহামারীর সময়, যখন দেশ তার নিজস্ব দেশীয় টিকা তৈরি করেছিল, তখন বিরোধী দলগুলি তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। যখন 'মেক ইন ইন্ডিয়া' নিয়ে আলোচনা হয়েছিল তখন তারা বলেছিলেন এটা সফল হবে না এবং একে বাবর শের বলে উপহাস করেছিলেন।
- যখন ডিজিটাল ইন্ডিয়া চালু হয়েছিল, তখন তারা একে উপহাস করেছিল। আজ, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম টিকাদান কর্মসূচির একটা উদাহরণ। ডিজিটাল পেমেন্টে ভারত একটা বিশ্বসেরা দেশ। উৎপাদন এবং স্টার্টআপের ক্ষেত্রে ভারত নতুন উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছে।

- সম্প্রতি গ্লোবাল এআই সামিটের সময়েও আমরা এটা দেখেছি। যখন সারা বিশ্ব ভারতে সমবেত হয়েছিল, তখন কিছু নিন্দুক সেখানে শুধুমাত্র গোলমাল করার জন্য উপস্থিত হয়েছিল। এই ঘটনাটা পরিস্কারভাবে দেখিয়ে দেয় যে দেশের সম্মানের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা কতটা কম। আজ দলীয় স্বার্থের ওপরে জাতীয় স্বার্থকে স্থান দেওয়া দরকার, কারণ চূড়ান্তভাবে রাজনীতির উর্ধ্বে রয়েছে দেশ এবং দেশের উন্নয়ন।

প্রজন্মের ওপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন। সেই বন্ডগুলির পরিশোধের সময়সীমা ছিল ২০২০ সালের পরে। ১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকার বদলে, সুদ সমেত দেশকে ৩ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি পরিশোধ করতে হয়েছিল।

সংযম ও সংবেদনশীলতার সময়

আজকের এই আন্তঃসংযুক্ত ব্যবস্থায়, যুদ্ধের প্রতিকূল প্রভাব থেকে কোন দেশই মুক্ত থাকতে পারে না। অনেক দেশেই পরিস্থিতি ইতিমধ্যে অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠেছে। এটা সংযম ও সংবেদনশীলতার সময়। মহামারীর মহাসঙ্কটের সময় আমরা দেখেছি যে, যখন নাগরিকরা কোন প্রতিকূলতার মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন তার ফলাফল খুবই অর্থবহ হয়। সেই একই মানসিকতা নিয়ে এই যুদ্ধ দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে আমাদের।

সংশোধিত উড়ান প্রকল্প

ভারত ঔদ্যোগিক বিকাশ যোজনার অনুমোদন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সংশোধিত উড়ান প্রকল্প অনুমোদন করেছে, যার অধীনে ১০০টি নতুন বিমানবন্দর, ২০০টি হেলিপ্যাড এবং ৪৪১টি এয়ারস্ট্রিপস নির্মাণ করা হবে। এর মাধ্যমে নতুন অঞ্চলে বিমান পরিষেবা প্রসারিত হবে এবং মানুষ সুবিধাজনক এবং সহজলভ্য বিমানযাত্রার সুবিধা পাবে। এছাড়াও, ভারতের শিল্পোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটা বড় পদক্ষেপ হিসেবে ভারত ঔদ্যোগিক বিকাশ যোজনা (BHAVYA) অনুমোদন করা হয়েছে। তাছাড়া, আরও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে...

সিদ্ধান্তঃ ভারত সরকারের বাজেট সহায়তায় মোট ২৮,৮৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০২৬-২৭ থেকে ২০৩৫-৩৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত দশ বছর মেয়াদী 'আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প-সংশোধিত উড়ান' – চালু ও বাস্তবায়নের অনুমোদন।

প্রভাবঃ

- যেসব এলাকায় বর্তমানে বিমান সংযোগ সীমিত অথবা যেখানে বিমান পরিষেবা যথেষ্ট নয়, সেসব এলাকায় আঞ্চলিক বিমান সংযোগের উন্নতি।
- দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শহরগুলিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বাণিজ্য এবং পর্যটনের গতি বৃদ্ধি।
- সাধারণ নাগরিকদের জন্য সাশ্রয়ী বিমান ভ্রমণের সুযোগ বৃদ্ধি।
- প্রত্যন্ত ও পাহাড়ি অঞ্চলে জরুরি পরিষেবা প্রদান ক্ষমতা এবং স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বৃদ্ধি।
- আঞ্চলিক বিমানবন্দর এবং বিমান সংস্থাগুলির কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি।
- 'আত্মনির্ভর ভারত' উদ্যোগের অধীনে দেশীয় মহাকাশ ক্ষেত্রের উন্নয়ন।
- 'পরিবর্তিত ভারত ২০৪৭' লক্ষ্য অর্জনের দিকে অগ্রগতি।

সিদ্ধান্তঃ ভারত ঔদ্যোগিক বিকাশ যোজনার মাধ্যমে নতুন যুগের প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে শিল্প উন্নয়নের অনুমোদন।

প্রভাবঃ এই প্রকল্পের অধীনে, দেশজুড়ে ১০০টি প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে শিল্প পার্কের উন্নয়নের জন্য ৩৩,৬৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

- এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো বিশ্বমানের শিল্প পরিকাঠামো তৈরি করা, উৎপাদন সম্ভাবনাকে উন্মোচন করা এবং ভারতের প্রবৃদ্ধির ধারাকে ত্বরান্বিত করা।
- এই প্রকল্পের অধীনে ১০০ থেকে ১,০০০ একর পর্যন্ত শিল্প পার্ক তৈরি করা হবে। প্রতি একর জমির জন্য ১ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।
- এই পার্কগুলিতে আধুনিক পরিকাঠামো এবং শ্রমিকদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা থাকবে।
- এই প্রকল্পটি ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটা উৎপাদন, সরবরাহ এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে উল্লেখ্য পরিমাণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করবে।

সিদ্ধান্তঃ তুলো চাষিদের সরাসরি সহায়তা প্রদানের জন্য ২০২৩-২৪ মরশুমে কটন কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) বাবদ ১,৭১৮.৫৬ কোটি টাকা তহবিল অনুমোদন করা হয়েছিল।

প্রভাবঃ যখন বাজার দর এমএসপি'র নিচে নেমে যাবে, তখন এই তহবিল কৃষকদের তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পেতে সাহায্য করবে।

- সিসিআই ১১টি প্রধান তুলো উৎপাদনকারী রাজ্যে একটা শক্তিশালী সংগ্রহ নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। ১৫২টি জেলায় এর ৫০৮টিরও বেশি সংগ্রহ কেন্দ্র চালু রয়েছে, যা নির্বিঘ্ন ও সহজলভ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করে।
- ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) সংক্রান্ত তথ্য প্রচার, গাঁট শনাক্তকরণ ও সন্ধানযোগ্যতা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং 'কট-অ্যালি' মোবাইল অ্যাপ চালুর ফলে সংগ্রহ প্রক্রিয়া সুবিন্যস্ত হয়েছে এবং কৃষকদের জন্য এর সহজলভ্যতা উন্নত হয়েছে।
- তুলো প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষকের জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করে এবং প্রক্রিয়াকরণ, বাণিজ্য ও বস্ত্রশিল্পসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত ৪ থেকে ৫ কোটি মানুষকে সহায়তা করে।

সিদ্ধান্তঃ উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকি থেকে বাহরাইচ পর্যন্ত বিস্তৃত ৪-লেনের প্রবেশাধিকার-নিয়ন্ত্রিত জাতীয় মহাসড়ক-৯২৭ নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

- **দৈর্ঘ্যঃ ১০১.৫১৫ কিমি**
- **ব্যয়ঃ ৬,৯৬৯.০৪ কোটি টাকা**
- **নির্মাণ মডেলঃ হাইব্রিড অ্যানুইটি মোড**

প্রভাবঃ এটা বারাবাঁকি এবং বাহরাইচ জেলার শহরাঞ্চলের প্রধান সড়ক নির্মাণগত ত্রুটি, বিপজ্জনক বাঁক এবং যানজটের সমস্যার সমাধান করবে।

- ভ্রমণের সময় এবং যানবাহন চলাচলের খরচ কমবে, ফলে যাত্রা আরও নিরাপদ ও দ্রুততর হবে।
- এটা বারাবাঁকি এবং বাহরাইচের মধ্য নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ নিশ্চিত করবে এবং অর্থনৈতিক ও লজিস্টিক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে বহু-মাধ্যম সংযোগ স্থাপন করবে।
- বাহরাইচ এবং শ্রাবস্তী অঞ্চলের সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে, যা প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলিকে শক্তিশালী করার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
- নেপালগঞ্জ সীমান্তের মাধ্যমে ভারত-নেপাল সংযোগ আরও জোরদার করা হবে, যা রুপাইডিহা স্থলবন্দরে উন্নততর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তসমূহ বিষয়ক সাংবাদিক সম্মেলনটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

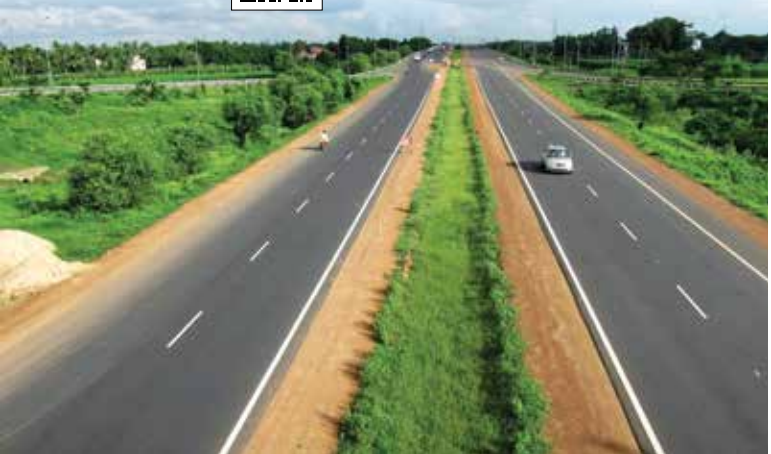

সিদ্ধান্তঃ ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষ থেকে ২০৩০-৩১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত সময়কালের জন্য ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ (এসএইচপি) উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন।

প্রভাবঃ এই প্রকল্পের অধীনে, প্রায় ১,৫০০ মেগাওয়াট সম্মিলিত ক্ষমতার এসএইচপি প্রকল্প স্থাপনের জন্য ২,৫৮৪.৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

- পার্বত্য এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য বিশেষ সুবিধা, যেখানে এই ধরণের প্রকল্পের জন্য বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।
- আশা করা হচ্ছে যে, এই প্রকল্পগুলির নির্মাণ পর্যায়ে ৫.১ মিলিয়ন (৫১ লক্ষ) কর্মদিবসের কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

সিদ্ধান্তঃ ২০৩১ থেকে ২০৩৫ সময়কালের জন্য রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাঠামো কনভেনশন (ইউএন এফসিসিসি) –এ জমা দেওয়ার জন্য ভারতের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি) এর অনুমোদন।

প্রভাবঃ ২০০৫ থেকে ২০২০ সময়কালে ভারতের কার্বন নিঃসরণের তীব্রতা ৩৬% হ্রাস পেয়েছে। এখন ২০৩৫ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণের তীব্রতা আরও ৪৭% কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

- দেশ নির্ধারিত সময়সীমার পাঁচ বছর আগেই, অর্থাৎ ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে, তার মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৫২.৫৭% জীবাশ্ম-বহির্ভূত জ্বালানি উৎসের অংশীদারিত্ব অর্জন করেছে।
- এখন ২০৩৫ সালের মধ্যে জীবাশ্ম-বহির্ভূত জ্বালানি উৎসের অংশীদারিত্ব আরও বাড়িয়ে ৬০% করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ভারত ২০০৫ সালের তুলনায় ২০৩৫ সালের মধ্যে বন ও বৃক্ষ আচ্ছাদনের মাধ্যমে ৩.৫ থেকে ৪.০ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড সমতুল্য কার্বন শোষক তৈরি করবে।
- ভারতের এই অঙ্গীকারগুলি ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' অর্জন এবং ২০৭০ সালের মধ্যে 'নেট-জিরো' নির্গমনের জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

সিদ্ধান্তঃ অভিবাসন, ভিসা, বিদেশীদের নিবন্ধন এবং অনুসরণ (আইভিএফআরটি) প্রকল্পটির ধারাবাহিকতার অনুমোদন।

প্রভাবঃ এই প্রকল্পটি পাঁচ বছরের জন্য – ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৩১ মার্চ, ২০৩১ পর্যন্ত – বর্ধিত করা হয়েছে এবং এর জন্য মোট বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১,৮০০ কোটি টাকা।

- মূল উদ্দেশ্যঃ একটি সুরক্ষিত এবং সমন্বিত পরিষেবা ব্যবস্থার অধীনে অভিবাসন এবং ভিসা পরিষেবার আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন। ●

অগ্রগতির উড়ান
বিমানবন্দরগুলির ভোলবদল

যে কোনও দেশে একটা বিমানবন্দর শুধুই একটা সাধারণ সুবিধা নয়; বরং এটা রাজ্য এবং দেশ দুয়ের অগ্রগতিতেই নতুন ডানা জুড়ে দেয়। ঠিক এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে আধুনিক পরিকাঠামোতে অভূতপূর্ব বিনিয়োগ করছে। এই উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ২৮ মার্চ – ১১,২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে নির্মিত নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (উত্তরপ্রদেশের জেওয়ারে অবস্থিত) প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধনের সময় – প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, আজ থেকে 'বিকশিত উত্তরপ্রদেশ, বিকশিত ভারত' অভিযানে একটি নতুন অধ্যায় রচিত হচ্ছে...

২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরপ্রদেশের জেওয়ারে নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং এখন তিনিই এর উদ্বোধনও করেছেন। এই বিমানবন্দরের উদ্বোধনের ফলে, উত্তরপ্রদেশ দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরযুক্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এই উদ্বোধনের পর, রাজ্যে মোট বিমানবন্দরের সংখ্যা বেড়ে ১৭ হয়েছে, যেখানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সংখ্যা পাঁচটিতে পৌঁছেছে। এই বিমানবন্দর চালু হওয়ায় আগ্রা, মথুরা, আলিগড়, গাজিয়াবাদ, মিরাট, ইটাওয়া, বুলন্দশহর এবং ফরিদাবাদের মতো প্রধান শহরগুলি সহ একটা বিশাল অঞ্চল উপকৃত হবে। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) এবং যুবকদের জন্য এই বিমানবন্দরটি বহুবিধ নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করবে। এই বিমানবন্দর থেকে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ফ্লাইট ছাড়বে। জেওয়ার বিমানবন্দর প্রকল্পটি মূলত ২০০৩ সালেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর অনুমোদন পেয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের পর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এরপর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং বিমানবন্দরটি এখন চালু হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে এই বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ২৯,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে উড়ান প্রকল্পের সম্প্রসারণ অনুমোদন করেছে। এই উদ্যোগের অধীনে, সারা দেশের ছোট শহরগুলিতে ১০০টি নতুন বিমানবন্দর এবং ২০০টি নতুন হেলিপ্যাড নির্মাণ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেছেন যে, শুধুমাত্র পশ্চিম উত্তরপ্রদেশেই সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে এটা চতুর্থ বড় প্রকল্প, যার হয় উদ্বোধন করা হয়েছে অথবা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই সময়ে, নয়ডার একটা বড় সেমিকন্ডাক্টর কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়; দেশের প্রথম দিল্লি-মিরাট 'নমো ভারত'

২০১৪ সালের আগে দেশে মাত্র ৭৪টি বিমানবন্দর ছিল। এখন সারা দেশে ১৬০টিরও বেশি বিমানবন্দর রয়েছে। এখন প্রধান মহানগর এলাকাগুলি ছাড়াও দেশের ছোট শহরগুলিতেও বিমান যোগাযোগ পৌঁছে যাচ্ছে। আগের সরকারগুলির ধারণা ছিল যে বিমান ভ্রমণ শুধুমাত্র ধনীদের জন্যই সংরক্ষিত থাকা উচিৎ। তবে, বর্তমান সরকার সাধারণ ভারতীয়দের জন্যেও বিমান ভ্রমণকে সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করে তুলেছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি

- নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ভারতের অন্যতম বৃহত্তম গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর প্রকল্প।
- বিমানবন্দরটি আধুনিক ন্যাভিগেশন সিস্টেম দ্বারা সজ্জিত – যার মধ্যে রয়েছে ইনস্ট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম (আইএলএস) এবং উন্নত এয়ারফিল্ড লাইটিং – যা সব ধরণের আবহাওয়ায় দিন-রাত দক্ষতার সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম করে।
- বিমানবন্দরটি প্রতি বছর ২৫০,০০০ মেট্রিক টনেরও বেশি কার্গো ধারণ ক্ষমতা সামলানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এই ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে প্রায় ১.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন পর্যন্ত করা যেতে পারে।
- বিমানবন্দরটিকে একটি মাল্টি-মোডাল ট্রান্সপোর্ট হাব হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে সড়ক, রেল, মেট্রো এবং আঞ্চলিক পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

১১,২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে এই বিমানবন্দরের উন্নয়নে

১.২০ কোটি যাত্রী, প্রাথমিক পর্যায়ে বছরে বিমানবন্দরটির প্রত্যাশিত যাত্রী ধারণক্ষমতা হবে, যা সম্পূর্ণ উন্নয়নের পর ৭ কোটিতে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩,৯০০ মিটার দীর্ঘ একটি রানওয়ে থাকবে বিমানবন্দরটির অংশ হিসেবে, যা বড় আকারের বিমান চলাচলে সক্ষম

ট্রেন চলাচল শুরু করে; এবং মিরাট মেট্রোর সম্প্রসারণ ঘটে। এই সেমিকন্ডাক্টর কারখানাটি প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতকে আত্মনির্ভরশীলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মিরাট মেট্রো এবং নমো ভারত রেল পরিষেবা দ্রুত ও স্মার্ট সংযোগের মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে, অন্যদিকে জেওয়ার বিমানবন্দর উত্তর ভারতকে বিশ্বমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত করছে।

এই অঞ্চলটি এখন দুটি প্রধান মালবাহী করিডরের একটি কেন্দ্রীয় হাব হিসেবে গড়ে উঠছে। মালবাহী ট্রেনের জন্য বিশেষভাবে রেললাইন পাতা হয়েছে, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও গুজরাটের সমুদ্র বন্দরগুলির সঙ্গে উত্তর ভারতের সংযোগ আরও উন্নত হয়েছে। এছাড়াও, দাদরি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল হিসেবে কাজ করে যেখানে এই দুটি করিডর মিলিত হয়েছে। এর অর্থ হল, স্থানীয় কৃষকরা এখন সড়ক ও আকাশপথের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্য এবং শিল্প কারখানাগুলি তাদের তৈরি সামগ্রী বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে দ্রুত পরিবহণ করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে এই বহুমুখী সংযোগ ব্যবস্থা উত্তরপ্রদেশকে বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি প্রধান গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে।

অপরিশোধিত তেলের ওপর ভারতের নির্ভরতা কমাতে আখ চাষিদের অবদানের কথা স্বীকার করে প্রধানমন্ত্রী মোদী আখ থেকে উৎপাদিত ইথানলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ইথানল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পেট্রোলের সঙ্গে এর মিশ্রণ না হলে ভারতকে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৪.৫ কোটি ব্যারেল (প্রায় ৭০০ কোটি লিটার) অপরিশোধিত তেল আমদানি করতে হতো। ইথানল শুধু দেশের জন্যই উপকারী প্রমাণিত হয়নি, এটা কৃষকদের জন্যও উল্লেখ্য সুবিধা বয়ে এনেছে। এই উদ্যোগের ফলে প্রায় ১.৫ লক্ষ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে।

অনুষ্ঠানের মূল বিষয়

‘পুষ্টিকর ও শিক্ষিত ভারত থেকে উন্নত ভারত’

রাষ্ট্রপতির সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ এবং তাদের পুষ্টিকর খাদ্য ও মানসম্মত শিক্ষা পাওয়া খুব জরুরি। এই কারণেই সরকার শিশুদের পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে বহুবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অপুষ্টি মোকাবিলা এবং শিশুদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নেওয়া এসব প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, অক্ষয় পাত্র সংস্থাটি গত ২৫ বছর ধরে স্কুলগুলিতে মিড ডে মিল পৌঁছে দেওয়ার জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে। ১৭ মার্চ, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ফাউন্ডেশনের পাঁচ বিলিয়ন খাবার বিতরণের মাইলফলক উদযাপনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন...

শিক্ষা হল সেই মাধ্যম যা একজন ব্যক্তির জীবনে উপলব্ধ সুযোগ নির্ধারণ করে এবং তার সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে। এটা রূপান্তর ও ক্ষমতায়নের একটা কার্যকর উপায় হিসেবে কাজ করে। শিশুরা স্কুলে যাওয়া শুরু করার মুহূর্ত থেকেই ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতা-নির্মাণের প্রক্রিয়াটি রূপ নিতে শুরু করে। স্কুল শিশুদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিবন্ধকতাগুলি কার্যকরভাবে মোকবিলা করার এবং দায়িত্বশীল, বিবেকবান নাগরিক হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সজ্জিত করে। তিনি গত ২৫ বছর ধরে শিশুদের অপুষ্টির সমস্যা মোকাবিলা করতে এবং স্কুলে মিড ডে মিল পৌঁছে দিয়ে তাদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশনের নিরন্তর কাজের প্রশংসা করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, শিক্ষাগত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে পাঁচ বিলিয়ন মিলস পরিবেশন করা অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশনের এক উল্লেখ্য কৃতিত্ব।

শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব

আমাদের শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা শুধুই সরকারের দায়িত্ব নয় বরং এটা সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব। যখন শিক্ষক, অভিভাবক, সামাজিক সংগঠন, কর্পোরেট জগৎ এবং সমাজের প্রতিটি স্তর একসঙ্গে কাজ করে, তখন আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য এক মজবুত ভিত্তি স্থাপন করি। রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে, আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন প্রতিটি শিশু মানসম্মত শিক্ষা, পুষ্টিকর খাবার, সুস্বাস্থ্য এবং একটি পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ পরিবেশ পায়। এই মৌলিক বিষয়গুলি শিশুদের সার্বিক বিকাশে সহায়তা করে।

পুষ্টি ও স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে বহুমুখী উদ্যোগ

ভারত সরকার গর্ভবতী মা ও শিশুদের পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং উন্নত স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পিএম পোষণ –এর অধীনে বাস্তবায়িত স্কুল মধ্যাহ্নভোজ কর্মসূচিটি অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে একটা উল্লেক্ষ্য আগ্রহের বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এই কর্মসূচির ফলে স্কুলে শিশুদের ভর্তি, উপস্থিতি এবং ধরে রাখার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, তাদের শেখার ক্ষমতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ফলাফলে উল্লেখ্য উন্নতি হয়েছে। অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন 'সর্ব শিক্ষা অভিযান' –এর উদ্দেশ্য পূরণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যার লক্ষ্য হল ২০৩০ সালের মধ্যে সব শিশুর জন্য মানসম্মত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশনঃ
দেশের ছোটদের পুষ্টিসাধন

অধিক
২.৪ মিলিয়ন শিশু প্রতিদিন তাজা ও পুষ্টিকর খাবার পায়

১৯ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সংযুক্ত

- এই উদ্যোগে ২৩,০০০ স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি একসঙ্গে যুক্ত রয়েছে।
- প্রতিটি খাবারের মাধ্যমে আশা, পুষ্টি এবং শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া হয়।

পিএম পোষণ স্কিম

১২০

মিলিয়ন শিশু প্রতিদিন খাবার পায় ১.১ মিলিয়নেরও বেশি সরকারি স্কুলে।

স্থাপন করি। রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে, আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন প্রতিটি শিশু মানসম্মত শিক্ষা, পুষ্টিকর খাবার, সুস্বাস্থ্য এবং একটি পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ পরিবেশ পায়। এই মৌলিক বিষয়গুলি শিশুদের সার্বিক বিকাশে সহায়তা করে।

শিশুঃ দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্থপতি

শিশুরা শুধু বিনামূল্যে খাবার কর্মসূচির সুবিধাভোগীই নয়; তারা দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্থপতি। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আজ তারা যে পুষ্টিকর খাদ্য পাচ্ছে তা আমাদের দেশের মানবসম্পদে একটা বিনিয়োগ। স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত এবং উদ্যমী শিশুরাই ভারতের কর্মশক্তি গঠন করবে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য অর্জনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রাষ্ট্রপতি আচার্য শ্রীল প্রভুপাদকে স্মরণ করলেন

অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, "আমি ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল প্রভুপাদকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, যিনি এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে কোন ব্যক্তি কখনও ক্ষুধার্ত থাকবে না।" তিনি 'অন্নদান' (খাদ্য দান)-এর ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং কোন বৈষম্য ছাড়াই বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের পক্ষে ছিলেন। এই ধরণের দূরদর্শী ব্যক্তিত্বদের পরিশ্রমের সুফল বহু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভোগ করছে। আজ, ঠিক একই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়ে, সরকার 'প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা'র মাধ্যমে প্রায় ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করে। ●

ক্ষমতায়িত গ্রামীণ সম্প্রদায়, ক্ষমতায়িত পঞ্চায়েত

পঞ্চায়েতের জন্য ডেটা-ভিত্তিক তথ্য

SVAMITVA প্রকল্পের আগে, মধ্যপ্রদেশের সেহোরের বিলকিসগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত হাতে আঁকা মানচিত্রের ওপর নির্ভর করতো। এমনকি পরিষেবার খরচ অনুমান করাও একটা কঠিন কাজ ছিল। SVAMITVA মানচিত্র চালু হওয়ার ফলে, পঞ্চায়েত এখন সঠিক, ডেটা-ভিত্তিক তথ্যের অধিকারী। SVAMITVA প্রকল্পের কল্যাণে, বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য ভূমি বরাদ্দ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় উল্লেখ্য উন্নতি হয়েছে। জমির কার্যকর ব্যবহার এবং উন্নত পরিষেবা প্রদান এখন সম্ভব হয়েছে।

প্রপার্টি কার্ডের কারণে জমি সংক্রান্ত বিবাদের সমাধান

জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলার SVAMITVA প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী বীরেন্দ্র কুমার তাঁর প্রপার্টি কার্ড পেয়ে খুবই আনন্দিত। তাঁর গ্রামের মানুষ বহু প্রজন্ম ধরে – এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে – সেখানে বসবাস করে আসছেন, কিন্তু তাদের জমির কোন সঠিক দলিল ছিল না। এখন, গ্রামবাসীরা তাদের SVAMITVA কার্ড পেয়ে খুশি। বীরেন্দ্র জানান যে SVAMITVA কার্ড পাওয়ার ফলে তাঁর জমি সংক্রান্ত বিবাদের সমাধান হয়েছে। "এই কার্ডের কল্যাণে, আমি এখন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য আমার জমি বন্ধক রাখতে পারি। আমি আমার বাড়ির মেরামতের কাজও করতে পারি। গ্রামের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদ ও সংঘাত উল্লেখ্যভাবে কমে গেছে।"

SVAMITVA কার্ডের মাধ্যমে ঋণ পাওয়া সহজতর হয়েছে

মহারাষ্ট্রের নাগপুরের বাসিন্দা এবং SVAMITVA প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী রোশন সান্তা পাতিল, কীভাবে তিনি এই কার্ডটা পেয়েছিলেন, এটা তাঁকে কী ধরণের সহায়তা দিয়েছিল এবং এর থেকে তিনি কী কী সুবিধা পেয়েছেন, সে সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন। রোশন জানান যে, গ্রামে তাঁর একটা বড় ও পুরনো বাড়ি ছিল; প্রপার্টি কার্ডের সাহায্যে তিনি ৯ লক্ষ টাকার একটা ঋণ পান, যা তিনি তাঁর বাড়ি পুনর্নির্মাণে এবং তাঁর কৃষিকাজের জন্য সেচ ব্যবস্থার উন্নতিতে ব্যবহার করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে তাঁর আয় এবং ফসলের ফলন দুটোই বেড়েছে – যা তাঁর জীবনে SVAMITVA প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাবের একটা প্রমাণ।

SVAMITVA কার্ড পেয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়ে

ওড়িশার রায়গাড়ার বাসিন্দা ও SVAMITVA প্রকল্পের সুবিধাভোগী গজেন্দ্র সঙ্গীতা বলেন যে SVAMITVA কার্ড পাওয়াটা তাঁর জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে – বিশেষ করে এই কারণে যে, বিগত ৬০ বছর ধরে তাঁর সম্পত্তির কোন সঠিক নথিপত্র ছিল না। তিনি জানান যে, এই কার্ড পেয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। তিনি আরও বলেন যে, তিনি এখন তাঁর দর্জির ব্যবসা বাড়ানো ও উন্নত করার জন্য ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

ছয় বছর আগে ২৪ এপ্রিল, পঞ্চায়েতি রাজ দিবসে, ভারতের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, তাদের পঞ্চায়েত এবং তাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চালু করা 'SVAMITVA' প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত কাহিনীগুলি দেখায় যে কীভাবে এই উদ্যোগটি গ্রামীণ ভারতের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে নতুন রূপ দিচ্ছে। প্রকল্পটি চালু করার সময়, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন যে এটা সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত অস্পষ্টতা দূর করবে এবং গ্রামের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলির আরও ভালো পরিকল্পনাকে উল্লেখ্যভাবে সহজতর করবে। এছাড়াও, এটা গ্রামবাসীদের জন্য তাদের সম্পদকে কাজে লাগানোর সুযোগ করে দিয়ে, শহুরে মানুষদের মতই ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়ার প্রক্রিয়াকে সহজ করে তুলবে। এই প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন সাফল্যের কাহিনীতে সুবিধাভোগীরা নিজেরাই

SVAMITVA প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলি

- সম্পদের নগদীকরণ সহজতর করা।
- ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া সহজ করা।
- সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিরোধ কমানো।
- ব্যাপক গ্রামীন-স্তরের পরিকল্পনা তৈরি করা, যা 'গ্রাম স্বরাজ' (গ্রাম স্বশাসন) প্রকৃতঅর্থে বাস্তবায়ন এবং গ্রামীণ ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করার প্রথম পদক্ষেপ।

সম্পত্তির অধিকার কার্ড প্রদান

৩১ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে।

৩.৪৫ লক্ষের বেশি গ্রাম জরিপের জন্য বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

৩.২৯ লক্ষ গ্রামে ড্রোন জরিপের কাজ শেষ হয়েছে।

৩.১০ কোটি সম্পত্তি কার্ড প্রস্তুত করা হয়েছে ১.৮৭ লক্ষ গ্রামের জন্য।

২.৬৫ কোটির বেশি সম্পত্তি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।

*নোটঃ তথ্য ১১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর

"দেশ এই সংকল্প করেছে যে, গ্রাম ও দরিদ্রদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই ভারতের সম্ভাবনার প্রকৃত পরিচয়। এই সংকল্প বাস্তবায়নে SVAMITVA প্রকল্প একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

এই সুবিধাগুলির ওপর জোর দিচ্ছেন। এই উদ্যোগটি জমির মালিকানা সংক্রান্ত শতবর্ষ-প্রাচীন প্রতিবন্ধকতাগুলিকে উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সুযোগে রূপান্তরিত করছে। এটা ভুমি বিরোধের সমাধান করছে এবং গ্রামীণ ভারতের মানুষের হাতে থাকা সম্পদকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির শক্তিশালী উপকরণে পরিণত করছে। অত্যাধুনিক ড্রোন সমীক্ষা থেকে শুরু করে ডিজিটাল সম্পত্তি কার্ড পর্যন্ত, এই প্রকল্পটি শুধুই আর মানচিত্র ও সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটা স্বপ্নকে নিয়ে যাচ্ছে নতুন উচ্চতায়। গ্রামগুলি এই উদ্ভাবন-চালিত রূপান্তরকে গ্রহণ করার ফলে, সরকারের এই উদ্যোগটি তাদের সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হচ্ছে। এটা আবির্ভূত হচ্ছে আত্মনির্ভরশীলতা, উন্নত পরিকল্পনা এবং একটা শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ গ্রামীণ ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক রূপান্তরকারী শক্তি হিসেবে।

ভারতের স্বাধীনতার পর, সংবিধানের ৪০ নম্বর অনুচ্ছেদ – যা রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্ভুক্ত – এই বিধান দেয় যে, রাষ্ট্র গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করবে এবং তাদেরকে স্বশাসনের একক হিসেবে কাজ করতে সক্ষম করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করবে। শুরু থেকেই, স্বশাসনকে পঞ্চায়েতি

self-government has been regarded as the very essence of the Panchayati Raj system. This Panchayati Raj

পঞ্চায়েতি রাজের সূচনা... ২৪ এপ্রিল পঞ্চায়েতি রাজ দিবস

- ভারতের পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার শিকড় দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত। ভারতের অন্যতম প্রাচীন পবিত্র গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক উৎস ঋক বেদে হাজার হাজার বছর ধরে স্বশাসিত গ্রাম্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে।
- পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠায় একটা ঐতিহাসিক অগ্রগতি হয় ১৯৫৭ সালে, যখন বলবন্ত রাই মেহতার সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে সুপারিশ করে যে, সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ বিধিবদ্ধ প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিৎ।
- তবে, প্রকৃত অর্থে, স্বাধীন ভারতে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা প্রথম বাস্তবায়িত হয় ১৯৫৯ সালের ২ অক্টোবর, রাজস্থানে – বিশেষ করে জয়পুর থেকে ২৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নাগপুরে।
- ১৯৭৮ সালে অশোক মেহতা কমিটি পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়ার সুপারিশ করে একটা প্রতিবেদন দাখিল করে।
- ১৯৯২ সালে ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর, কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের উভয় কক্ষে পঞ্চায়েত ও পৌরসভা সম্পর্কিত দুটি বিল উত্থাপন করে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর, এই আইনটি ১৯৯৩ সালের ২৪ এপ্রিল সংবিধান (৭৩ তম সংশোধনী) আইন, ১৯৯২ হিসেবে কার্যকর হয়।
- ১৯৯২ সালের সংবিধান (৭৪ তম সংশোধনী) আইন - যা নগর স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য বিধান নির্ধারণ করে – ১৯৯৩ সালের ১ জুন থেকে কার্যকর হয়।

আজ, ২৬০,০০০ পঞ্চায়েত জুড়ে জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই ব্যবস্থাটি ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিকেই শক্তিশালী করে। এতে ২৪.২৪ লক্ষ নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছেন, যাদের মধ্যে প্রায় ৪৯.৫৫ শতাংশ হলেন মহিলা।

রাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা সংবিধানের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে এবং পরে ১৯৯৩ সালে তা কার্যকর করা হয়। আগের শাসনব্যবস্থায় ভারত জুড়ে অসংখ্য গ্রামীণ পরিবার এবং জমির আনুষ্ঠানিক নথি পদ্ধতিগতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো না। আইনি নথিপত্রের অভাবে, ব্যক্তিরা তাদের মালিকানার দাবি প্রমাণ করতে পারতেন না, এমনকি তারা ব্যাঙ্ক ঋণ সুরক্ষিত করতে বা সরকারি সহায়তা পেতে তাদের সম্পদ ব্যবহার করতে পারতেন না। নথিপত্রের এই অসঙ্গতিগুলি গ্রামীণ এলাকায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করেছে এবং নানারকম ভূমি বিরোধের জন্ম দিয়েছে। এইসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করার জন্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২০ সালের ২৪ এপ্রিল 'SVAMITVA' প্রকল্প চালু করেন – এই উদ্যোগটি আজ গ্রামীণ ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে নতুন গতি সঞ্চার করছে।

অর্থ মন্ত্রকের জন সুরক্ষা পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১০,৯১৩ জন প্রপার্টি কার্ডধারীকে প্রায় ১,৬৮০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের তরফে, প্রপার্টি কার্ডের ব্যবহার সংক্রান্ত উল্লেখ্য সাফল্যের খবর বিভিন্ন রাজ্য থেকে পাওয়া গেছে; বিশেষত, SVAMITVA প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা তাদের SVAMITVA কার্ডকে জামানত হিসেবে ব্যবহার করে বাড়ি নির্মাণ ও যানবাহন ক্রয়, ব্যবসার সম্প্রসারণ এবং দুগ্ধ খামারের প্রসারের মতো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক ঋণ গ্রহণ করেছেন।

দেশের কল্যাণ
সবার আগে মানুষ

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন

পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমেই বেড়ে চলা উত্তেজনা এবং ইরান, ইজরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলা সংঘাত বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছে। এমন সংকটময় সময়ে – যখন বিশ্বব্যবস্থা টালমাটাল বলে মনে হচ্ছে – ভারত তার বিচক্ষণতা, সংযম এবং দূরদর্শিতার মাধ্যমে আবার দৃঢ় নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছে। আসন্ন সংকটের আশঙ্কা করে দেশ শুধু তার প্রস্তুতিই জোরদার করেনি বরং এটাও নিশ্চিত করেছে যে কোন আতঙ্ক বা অস্থিতিশীলতা যেন জনজীবনকে ব্যহত করতে না পারে। কোভিড-১৯ যুগে এই সক্ষমতা ইতিমধ্যেই প্রদর্শন করে, কেন্দ্রীয় সরকার এখন বর্তমান সংকটের ওপর নজর রাখার জন্য একটা আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি দেশকে প্রতিদিনের সর্বশেষ তথ্য সরবরাহ করবে। একইসঙ্গে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদের উভয় কক্ষের মাধ্যমে দেশকে একটা বার্তা দিয়েছেনঃ ভারত শুধু প্রতিকূলতার মোকাবিলাই করে না; সেগুলিকে সুযোগে রূপান্তরিত করার অদম্য ক্ষমতা রয়েছে তার – এমন এক জাতি যা প্রতিটি সঙ্কটে আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে ওঠে...

পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাত এবং তার ফলে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলি বিশ্বের এক বিশাল অংশকে শঙ্কিত করেছে। এই যুদ্ধ বিরূপ প্রভাব ফেলছে বিশ্ব অর্থনীতি এবং বিশ্বজুড়ে মানুষের জীবনের ওপর। ভারতের জন্যও এই সংঘাত অভূতপূর্ব প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে – এমন প্রতিবন্ধকতা যা অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, জাতীয় নিরাপত্তা এবং মানবিক উদ্বেগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর কারণ হল, ভারত যুদ্ধরত দেশ এবং সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ দুদেশের সঙ্গেই ব্যাপক কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখে। যে অঞ্চলে সংঘাত চলছে, তার মধ্যে দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক করিডর গেছে, যা আমাদের বাকি বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে। বিশেষ করে, এই অঞ্চলটি আমাদের অপরিশোধিত তেল এবং

অগ্রাধিকারঃ ভারতীয়দের নিরাপত্তা

সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলিতে থাকা প্রতিটি ভারতীয়কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই টেলিফোনে পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে দু'দফায় আলোচনা করেছেন। তারা সকলেই ভারতীয়দের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়ে পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলিতে থাকা সব ভারতীয় কূটনৈতিক মিশন ভারতীয় নাগরিকদের সহায়তা করার কাজে সবসময় নিযুক্ত রয়েছেন। সেখানে কর্মরত পেশাদার হোন বা অঞ্চলটিতে বেড়াতে আসা পর্যটক, প্রত্যেককেই সম্ভাব্য সব ধরণের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ভারত এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থ দেশ দু'জায়গাতেই ২৪/৭ কন্ট্রোল রুম এবং জরুরি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ৩৭৫,০০০-এরও বেশি ভারতীয় নিরাপদে ভারতে ফিরে এসেছেন। শুধু ইরান থেকেই এখনও পর্যন্ত প্রায় ১,০০০ ভারতীয় নিরাপদে ফিরেছেনঃ তাদের মধ্যে ৭০০-রও বেশি তরুণ শিক্ষার্থী চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করছেন।

প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার একটা বড় অংশ পূরণ করে। এই অঞ্চলটা আরও একটা কারণে তাৎপর্যপূর্ণঃ প্রায় এক কোটি ভারতীয় উপসাগরীয় দেশগুলিতে বসবাস ও কাজ করেন। এছাড়াও ওই অঞ্চলের জলপথে চলা বাণিজ্যিক জাহাজগুলির কর্মশক্তির একটা বড় অংশই ভারতীয় নাবিক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, এই বহুমুখী কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের উদ্বেগ স্বাভাবিকভাবেই বেড়েছে; তাই, এই সংকটের বিষয়ে বিশ্বের কাছে ভারতীয় সংসদে এক ঐক্যবদ্ধ ও সর্বসম্মত কণ্ঠস্বর তুলে ধরা অপরিহার্য।

সাধারণ পরিবারের দুর্ভোগ কমানো

ভারত হরমুজ প্রণালীর মাধ্যমে অপরিশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং সারের মতো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য উল্লেখ্য পরিমাণে আমদানি করে। সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে হরমুজ প্রণালীর মধ্যে দিয়ে সামুদ্রিক যান চলাচল খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল, ডিজেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ যাতে মূলত নিরবচ্ছিন্ন থাকে, তা নিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট থেকেছে। এর প্রধান লক্ষ্য হল সারা দেশের সাধারণ পরিবারগুলির যেকোন ধরণের সম্ভাব্য দুর্ভোগ কমানো। যেহেতু ভারত তার এলপিজি চাহিদার ৬০% আমদানি করে এবং তার সরবরাহ ঘিরে অনিশ্চয়তা রয়েছে, তাই সরকার অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য এলপিজি বরাদ্দে অগ্রাধিকার দিয়েছে। একইসঙ্গে চলছে দেশের অভ্যন্তরে দেশীয় এলপিজি উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টা। সমগ্র দেশজুড়ে পেট্রোল এবং ডিজেলের নির্বিঘ্ন ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যও নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। মাত্র ১১ বছর আগে, ভারত ২৭টি দেশ থেকে অপরিশোধিত তেল, এলএনজি এবং এলপিজি'র মতো জ্বালানি সম্পদ আমদানি করতো; আজ ভারত ৪১টি ভিন্ন দেশ থেকে জ্বালানি আমদানি করে। এখন, ভারতের ৫৩ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি কৌশলগত পেট্রোলিয়াম মজুত রয়েছে এবং মোট ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি মজুত ক্ষমতা তৈরির জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ চলছে। এটা বিভিন্ন তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত কার্যকরী মজুতের অতিরিক্ত। সরকার বিভিন্ন দেশের সরবরাহকারীদের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রাখে। যার উদ্দেশ্য হল সম্ভাব্য সব উৎস থেকে তেল ও গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা। ভারত সরকার উপসাগরীয় অঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নৌপথগুলির ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখছে। সরকার তেল, গ্যাস এবং সারের মতো অত্যাবশ্যকীয় পণ্যবাহী জাহাজগুলি যাতে নিরাপদে ভারতে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট।

শক্তিঃ অর্থনীতির মেরুদণ্ড

আজকের বিশ্বে, শক্তি অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে এবং পশ্চিম এশিয়া বৈশ্বিক শক্তির চাহিদা পূরণের একটা প্রধান উৎস হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বজুড়ে অর্থনীতিগুলি বর্তমানে চলা সঙ্কটের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে; ফলে, ভারত যাতে নূন্যতম প্রতিকূল প্রভাবের সন্মুখীন হয় তা নিশ্চিত করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সরকার স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী – প্রতিটি সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলার জন্য একটা ব্যাপক কৌশল নিয়ে কাজ করছে। ভারত সরকার একটা আন্তঃমন্ত্রণালয় গোষ্ঠীও গঠন করেছে, যা আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমে সৃষ্টি হওয়া যেকোন অসুবিধা মূল্যায়ন ও সমাধানের জন্য প্রতিদিন বৈঠক করে। দেশের কৃষকদের ধন্যবাদ, যারা আমাদের শস্যভাণ্ডার পূর্ণ রেখেছেন, যার ফলে ভারতে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে। এছাড়াও, গত কয়েক বছর ধরে, সরকার যেকোন জরুরি অবস্থা কার্যকরভাবে মোকাবিলার জন্য সারের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। কোভিড-১৯ মহামারীর সময় – এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন সংঘাতের মধ্যে – বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় উল্লেখ্য ব্যাঘাত ঘটেছিল। একসময়ে বিশ্ববাজারে এক বস্তা ইউরিয়ার দাম বেড়ে ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছেছিল; কিন্তু সেই

রেকর্ড কয়লা উৎপাদন

আগামী দিনগুলিতে গ্রীষ্মকাল তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে, সারা দেশের সব বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পর্যাপ্ত কয়লা মজুত রয়েছে। ভারত টানা দ্বিতীয় বছরের মতো ১০০ কোটি টন কয়লা উৎপাদন করে একটা ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ বিতরণ পর্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থা ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে; এছাড়াও, নবায়নযোগ্য শক্তিক্ষেত্রের অবদানের ফলে সরকারের প্রস্তুতিমূলক প্রচেষ্টা উল্লেখ্য গতি পেয়েছে। বর্তমানে, দেশের মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় অর্ধেকই আসে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে। মোট নবায়নযোগ্য ক্ষমতা আজ ২৫০ গিগাওয়াটের ঐতিহাসিক মাইলফলক অতিক্রম করেছে। গত ১১ বছরে, দেশ তার সৌর বিদ্যুৎ ক্ষমতা প্রায় ৩ গিগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ১৪০ গিগাওয়াট করেছে।

পশ্চিম এশিয়ার সব নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর আলোচনা

পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাত নিয়ে ভারত ইতিমধ্যেই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই এই অঞ্চলের সব সংশ্লিষ্ট নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি সবাইকে উত্তেজনা কমাতে এবং এই সংঘাতের অবসান ঘটাতে আহ্বান জানিয়েছেন। ভারত অসামরিক নাগরিক, সেই সঙ্গে জ্বালানি ও পরিবহণ সংক্রান্ত পরিকাঠামোকে লক্ষ্য করে চালানো হামলার নিন্দা করেছে। বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর হামলা এবং হরমুজ প্রণালীর মতো আন্তর্জাতিক জলপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা গ্রহণযোগ্য নয়। এই সংঘাতময় আবহের মধ্যেও, ভারতীয় জাহাজগুলির নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে ভারত কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

একই বস্তা ভারতীয় কৃষকদের কাছে ৩০০ টাকারও কম ভর্তুকি মূল্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। গত দশকে দেশজুড়ে ছ'টি নতুন ইউরিয়া প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে, যা বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৭৬ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি বাড়িয়েছে। এই একই সময়ে, ডিএপি এবং এনপিকে'র মতো সারের দেশীয় উৎপাদনও প্রায় ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, সরকার কৃষকদের প্রাকৃতিক কৃষিকাজ পদ্ধতি গ্রহণে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করছে।

প্রতিটি প্রতিকূলতার মোকাবিলা

এই সংঘাতের ফলে সৃষ্ট কঠিন বিশ্ব পরিস্থিতির একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে; তাই, আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের অবশ্যই ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে প্রতিটি প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হবে। যারা এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চায়, তারা ভুল তথ্য ছড়ানোর চেষ্টা করবে; আমরা তাদের এই প্রচেষ্টাকে সফল হতে দিতে পারি না। প্রধানমন্ত্রী মোদী সারা দেশের সব রাজ্য সরকারকে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, এমন সময়ে কালোবাজারি ও মজুতদারিতে জড়িত ব্যক্তিরা সক্রিয় হয়ে ওঠে।

‘টিম ইন্ডিয়া’

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটে উদ্ভূত পরিস্থিতি যৌথভাবে মোকাবিলা করবে

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির ফলে বিশ্বজুড়ে এক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। এই আবহে ‘টিম ইন্ডিয়া’ একত্রিত হয়ে কাজ করছে। ‘টিম ইন্ডিয়া’ সফলভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আস্থা প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-রাজ্যপালদের সঙ্গে বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছে, সে সম্পর্কে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীরা কেন্দ্রের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন বলে তাঁদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে ২৭ মার্চ বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-রাজ্যপালদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয় এবং যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিশ্বজুড়ে এই অনিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা ভারতের আগেই রয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় কিভাবে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন। সরবরাহ শৃঙ্খল, ব্যবসা-বাণিজ্য ও দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে ‘টিম ইন্ডিয়া’র যৌথ উদ্যোগ কতটা কার্যকর হয়েছে, সেই বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সহযোগিতা ও সমন্বয়ের এই ভাবনাই ভারতের সবথেকে বড় শক্তি যার সাহায্যে বর্তমান পরিস্থিতিকেও মোকাবিলা করা যাবে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ৩ মার্চ থেকে আন্তঃমন্ত্রক গোষ্ঠী সক্রিয় হয়েছে। এই গোষ্ঠী প্রতিদিন পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, জ্বালানি সুরক্ষা নিশ্চিত করা, নাগরিকদের স্বার্থ বজায় রাখা এবং শিল্প সংস্থা ও সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করাই সরকারের মূল উদ্দেশ্য। যেহেতু রাজ্যস্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়, তাই এই বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের প্রতিনিয়ত আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যথাযথ সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য আদানপ্রদান করা এবং যৌথভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব।

মজুতদার ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ

সরবরাহ শৃঙ্খল বজায় রাখা এবং মজুতদার ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যগুলির উদ্দেশে আহ্বান জানান। রাজ্য ও জেলাস্তরে কন্ট্রোল রুমকে সক্রিয় করা, প্রশাসনিক স্তরে নজরদারি বজায় রাখা, বর্তমান সঙ্কটে কোথাও সমস্যা সৃষ্টি হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজন

অন্তঃশুল্ক হ্রাস ...

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এক বৈঠকে বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। যথাযথ সময়ে রান্নার গ্যাস পাওয়া এবং পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর অন্তঃশুল্কের পরিমাণ কমানোর মতো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় সকল রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় সরকার যাতে একযোগে কাজ করে, সেই বিষয়টির ওপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন।

রাজ্য নির্বিশেষে সব মুখ্যমন্ত্রী আস্থা প্রকাশ করেছেন

যথাযথ পরিমাণে পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাস সরবরাহ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান বজায় রাখার জন্য নিয়মিত নজরদারি চালানোর ফলে পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে বলে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আস্থা প্রকাশ করেছেন। জ্বালানির ওপর অন্তঃশুল্কের পরিমাণ হ্রাস করার সিদ্ধান্তকে তাঁরা স্বাগত জানিয়েছেন। এর ফলে, বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তার এক আবহে নাগরিকরা স্বস্তি পাবেন। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ ৫০% থেকে ৭০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করায় মুখ্যমন্ত্রীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

অনুসারে পরিকল্পনা করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সারের ঘাটতি এবং সার সরবরাহের ক্ষেত্রে আগামী খরিফ মরশুমে কৃষকরা যাতে কোনো সমস্যায় না পড়েন, তার জন্য নজরদারি চালাতে হবে।

গুজবে কান দেবেন না

ভুল তথ্য এবং গুজব সম্পর্কে সকলকে সচেতন থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, মানুষের মধ্যে যাতে আতঙ্কের সৃষ্টি না হয়, তার জন্য সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন করা অত্যন্ত জরুরি। অনলাইনে বিভিন্ন জালিয়াতি এবং প্রতারকদের বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকার পরামর্শ দেন তিনি। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে অহেতুক ভীতি যাতে সঞ্চারিত না হয়, তার জন্য সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। পশ্চিম এশিয়ায় যেসব রাজ্যের নাগরিকরা বেশি থাকেন, সেখানে হেল্পলাইন চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সহায়তার জন্য নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হবে এবং জেলাস্তরে ঐ পরিবারগুলিকে সহায়তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্যগুলিকে উদ্যোগী হতে বলা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের সুফল পাওয়া যাচ্ছে

ভারতের অর্থনীতি এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করতে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার সুফল এখন পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন শিল্প সংস্থা এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলির নানা সমস্যার মোকাবিলা করতে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ঐ সংস্থাগুলির উৎপাদন ব্যাহত হবে না। ফলে, কর্মসংস্থানেরও কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। প্রতিটি স্তরে সহযোগিতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মুখ্য সচিব পর্যায়ে এবং জেলাস্তরে নজরদারির জন্য নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির দ্রুত ও কার্যকর মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহদান

রাজ্যগুলিকে জৈব-জ্বালানি, সৌরশক্তি, গোবর্ধন উদ্যোগ এবং বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহারের মাধ্যমে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহদানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, নলবাহিত প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের জন্য দ্রুত সংযোগ স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যগুলির সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে দেশে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন বৃদ্ধি করতে হবে। 'টিম ইন্ডিয়া' একযোগে কাজ করলে দেশ উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

খেলো ইন্ডিয়ার এক দশক

ক্রীড়া বিপ্লবে উৎসাহদান

ভারতে খেলাধূলা শিশুদের কাছে নিছক এক বিনোদন হিসেবে বিবেচনা করা হত – স্কুলের হোমওয়ার্ক এবং স্কুলে যাওয়ার মাঝখানের সময়ে সেটিকে আবদ্ধ রাখা হত। খেলাধূলাকে যে কেরিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা যায়, সেই ধারণাটাই ছিল না। এর মূল কারণ ছিল খেলাধূলার সীমিত কিছু পরিকাঠামো এবং আমাদের সমাজে শিক্ষাকে খেলাধূলার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা। এই আবহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার প্রচলিত ধারণাটিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে। খেলাধূলাকে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি কেরিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়। আজ লাদাখের সাইক্লিস্ট সেওয়াং নোরবো, নাগাল্যান্ডের প্যারা-অ্যাথলিট হোকোকো হোতোঝে সেমা অথবা ২,৯০০-র বেশি ক্রীড়াবিদকে খেলো ইন্ডিয়া উদ্যোগের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর ফলে, এইসব খেলোয়াড়দের মধ্যে অভূতপূর্ব আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

জাতীয় ক্রীড়া বিকাশ কর্মসূচি হিসেবে খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের সূচনা হয়। খেলাধূলায় আরও বেশি করে অংশগ্রহণ এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎকর্ষতা নিয়ে আসার জন্য ২০১৬ সালের ২২ এপ্রিল বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে এই প্রকল্পের অনুমোদনের জন্য একটি চিঠি পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ২০১৬-র ২৭ সেপ্টেম্বর এই কর্মসূচিতে কয়েকটি পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়। এই উদ্যোগের আওতায় ক্রীড়া পরিকাঠামো তৈরি করা এবং তার মানোন্নয়ন ঘটানো, বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ ঘটানো, ফিট ইন্ডিয়া ক্যাম্পেন এবং খেলাধূলায় অংশগ্রহণে উৎসাহদানের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে খেলাধূলা একটি সংগঠিত ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। গত এক দশকে দেশ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রচুর মাইলফলক অর্জন করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রচুর ক্রীড়া প্রতিভার সন্ধান মিলেছে। বিশ্বমানের পরিকাঠামো ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া, কঠোর প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তার মধ্য দিয়ে ভারতের যুব সম্প্রদায় বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছেন।

প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য একটি নতুন সহায়ক ব্যবস্থাপনা ...

দ্য খেলো ইন্ডিয়া মিশন

ক্রীড়াজগৎ কর্মসংস্থান, দক্ষতা বিকাশ এবং আরও ভালো কেরিয়ার গড়ে তোলার মতো বিভিন্ন সুযোগ তৈরি করে দেয়। মূলত এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে খেলো ইন্ডিয়া মিশনের কথা ঘোষণা করেছিল। গুরুত্বপূর্ণ এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল প্রতিভার শনাক্তকরণ, সেই প্রতিভার বিকাশ ঘটানো এবং ক্রীড়াক্ষেত্রের পরিকাঠামো গড়ে তোলা। এই পরিকাঠামো গড়ে তোলার পর সেটিকে উৎকর্ষকেন্দ্রে পরিণত করার মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। খেলো ইন্ডিয়া মিশনের উদ্দেশ্য হল, একটি সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের সব রকমভাবে সহায়তা করা যায়। এইসব ক্রীড়া প্রতিভার যথাযথভাবে বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে তাঁদের পেশাদার ক্রীড়াবিদ হিসেবে গড়ে তোলা এর অন্যতম লক্ষ্য। এই মিশনের আরেকটি লক্ষ্য হল রাজ্যস্তরের প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলায় খেলো ইন্ডিয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা ও ক্রীড়া-বিজ্ঞানের সহায়তায় খেলোয়াড়দের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা। এক্ষেত্রে ক্রীড়া সংক্রান্ত মনস্তত্ত্ব এবং খেলোয়াড়দের পুষ্টির বিষয়টিকেও বিবেচনা করা হয়। খেলোয়াড়দের নজরদারির জন্য তথ্যভাণ্ডার তৈরি সহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ২০৩৬ সালের মধ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতকে প্রথমসারির দেশ হিসেবে গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পদক জয় করতে পারবে এ ধরনের ১৪টি খেলাধূলার ওপর গুরুত্ব আরোপ

খেলো ইন্ডিয়া উদ্যোগের আওতায় কেন্দ্রীয় সরকার 'এক রাজ্য, একটি খেলা' ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। এছাড়াও, আগামী অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কথা বিবেচনা করে ১৪টি খেলাধূলাকে বাছাই করতে বলা হয়েছে, যেগুলিতে পদক জয়ের সম্ভাবনা আছে। সরকার রাজ্যগুলিকে খেলো ইন্ডিয়া উদ্যোগের আওতায় এই ১৪টি খেলাধূলার যে কোনো প্রস্তাব কার্যকর করতে নির্দেশ দিয়েছে। এই খেলাধূলাগুলি থেকে বেশি সংখ্যক খেলোয়াড়কে শনাক্ত করে তাঁদের দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য।

মিশনের পাঁচটি স্তম্ভ

- প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের শনাক্ত করে তাঁদের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।
- খেলোয়াড়দের দক্ষতা বিকাশের জন্য কোচ সহ সহায়ক কর্মীর ব্যবস্থা করা।
- ক্রীড়া-বিজ্ঞান এবং উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন খেলাধূলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আরও দক্ষ করে তোলা।
- প্রতিযোগিতা এবং লিগ আয়োজনের মাধ্যমে খেলাধূলায় উৎসাহিত করা যাতে এ সংক্রান্ত একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা যায়।
- প্রশিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

তীরন্দাজি, বক্সিং, শুটিং, ব্যাডমিন্টন, কুস্তি, হকি, ভারোত্তোলন, সাইক্লিং, অ্যাথলেটিক্স, টেবিল টেনিস, জুডো, সাঁতার, ফেন্সিং, রোয়িং

বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভারতের জাতীয় সঙ্গীত প্রায়শই শোনা যায়, কারণ ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা পোডিয়ামে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করেন।

খেলো ইন্ডিয়া, টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম (টপ্‌স) এবং কীর্তি (খেলো ইন্ডিয়া রাইজিং ট্যালেন্ট আইডেন্টিফিকেশন)-র মাধ্যমে ক্রীড়াবিদদের প্রতিটি স্তরে সহায়তা করা হয়। স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিভাকে চিহ্নিত করে তার বিকাশ ঘটানো ছাড়াও বর্তমানে মহিলা, প্যারা-অ্যাথলিট এবং আদিবাসী খেলোয়াড়দের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খেলো ইন্ডিয়ার মাধ্যমে পরিকাঠামো তৈরি

১০৬৭

খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র ৭৫০টি জেলায় গড়ে তোলার বিজ্ঞপ্তি।

৩২২

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যেখানে খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

২৭,৫০০ +

ক্রীড়াবিদ বর্তমানে খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

৩৪৪

নতুন ক্রীড়া পরিকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্প ৩২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অনুমোদিত হয়েছে।

৩,১৫৮

কোটি টাকা এই প্রকল্পগুলির জন্য ব্যয় হবে।

- ১৭,০০০-এর বেশি ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, এর মধ্যে ২,৫০০টির বেশি অলিম্পিক প্রতিযোগিতার মান সম্পন্ন
- খেলো ইন্ডিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৪৭,০১২ জন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছেন।
- ১,৩২৭ জন প্রশিক্ষক এবং সহায়ক কর্মী এই কাজে যুক্ত রয়েছেন।
- ২৩,০০০ জনের বেশি ক্রীড়াবিদ সহায়তা পাচ্ছেন।
- ২৩.৬৮ কোটি মানুষ ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন।
- ৪,৫০,৪৪৫ টি স্কুল ফিট ইন্ডিয়া ফ্ল্যাগের মর্যাদা পেয়েছে।

খেলো ইন্ডিয়ার বাজেট ৮ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে

২৯০৫ জন খেলো ইন্ডিয়া ক্রীড়াবিদ ৬,২৮,৪০০ টাকা বার্ষিক সহায়তা হিসেবে পাচ্ছেন, প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয় করা, চিকিৎসা এবং হাত খরচার জন্য এই অর্থ পাওয়া যায়। এই ক্রীড়াবিদরা ২২ রকমের খেলোধূলোর সঙ্গে যুক্ত।

খেলো ইন্ডিয়ায় জাতীয় এবং ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন খেলাধুলা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে : মল্লাখাম্ব, কালারিপায়াতু, গাটকা, থাং-টা, যোগাসন এবং সিলামবাম

আজ আমরা খেলো ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতা, বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, খেলো ইন্ডিয়া যুব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, খেলো ইন্ডিয়া শীতকালীন প্রতিযোগিতা এবং খেলো ইন্ডিয়া প্যারা গেমস আয়োজন করছি- সারাবছর ধরে বিভিন্ন স্তরে এই ক্রীড়া প্রতিযোগীতাগুলি আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে আমাদের খেলোয়াড়দের মনোবল বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের প্রতিভা যথাযথভাবে বিকশিত হচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

অলিম্পিক্স, প্যারালিম্পিক্স এবং এশিয়ান গেমস-এর মতো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মঞ্চে দূর্দান্ত ক্রীড়া নৈপূণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে গত এক দশককে ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারতের স্বর্ণযুগ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প এবং উদ্যোগের মাধ্যমে সরকার তৃণমূল স্তরে প্রতিভার শনাক্তকরণ করছে, এরপর সেই প্রতিভার বিকাশের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই খেলোয়াড়রা যাতে তাদের কেরিয়ারের সময়কাল এবং তারপরেও সহায়তা পান সেটি নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিকাঠামো গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং খেলোয়াড়দের কল্যাণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে ক্রীড়া জগতে নেতৃত্বদানের অবস্থায় উঠে আসছে।

খেলো ইন্ডিয়া ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য একটি মঞ্চ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে

খেলো ইন্ডিয়া এমন একটি মঞ্চ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যেখানে প্রতিভাবান ছেলে-মেয়েদের শনাক্ত করে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এইসব ছেলে-মেয়েদের ক্রীড়া নৈপুণ্যকে আরও বিকশিত করা হচ্ছে। ২৩-তম খেলো ইন্ডিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এবছর খেলো ইন্ডিয়া আদিবাসী ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও সপ্তম খেলো ইন্ডিয়া

অন্যান্য ক্রীড়া প্রকল্প

টপসঃ অলিম্পিকে পদক জয়ের জন্য খেলোয়াড়দের তৈরি করা

টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম (টপস)-এর মাধ্যমে ২০১৪ সাল থেকে অলিম্পিক এবং প্যারালিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভারতের পদক জয়ের সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় যেসব খেলোয়াড়দের পদক জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে তাদের শনাক্ত করে সব ধরনের সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়। সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দান করা হয়। প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পর চিহ্নিত খেলোয়াড়দের ৫০,০০০ টাকা মাসিক অনুদান দেওয়া হয়। যেসব খেলোয়াড়দের এই প্রকল্পে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাদের জন্য ২৫,০০০ টাকা মাসিক অনুদান বরাদ্দ করা আছে।

টপসের আওতায় সহায়তা

৫১ জন 'কোর' অ্যাথলিট | **৫২** জন প্যারা 'কোর' অ্যাথলিট

১৩০ জন প্রশিক্ষণরত অ্যাথলিট

খেলো ইন্ডিয়া আদিবাসী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

এই প্রতিযোগিতার পূর্বে খেলো ইন্ডিয়া যুব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, খেলো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, খেলো ইন্ডিয়া শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, খেলো ইন্ডিয়া প্যারা গেমস, খেলো ইন্ডিয়া বিচ গেমস এবং খেলো ইন্ডিয়া ওয়াটার স্পোর্টস ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয়েছে। এবছর ২৫ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল ছত্তিশগড়ের তিনটি শহর রায়পুর, জগদলপুর এবং সারগুজায় প্রথম খেলো ইন্ডিয়া আদিবাসী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, হকি, ভারোত্তলন, তীরন্দাজি, সাঁতার এবং কুস্তি প্রতিযোগিতায় আদিবাসী ক্রীড়াবিদরা অংশগ্রহণ করে পদক জিতেছেন।

"আন্তর্জাতিকস্তরে ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রথম সারির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে ভারত উদ্যোগী হয়েছে।স্কুলে সম্ভাবনাময় খেলোয়ড়দের চিহ্নিত করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।এরজন্য 'খেলো ইন্ডিয়া' থেকে 'টপস' কর্মসূচির মাধ্যমে একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে।"

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

যুব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পঞ্চম খেলো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পঞ্চম খেলো ইন্ডিয়া শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, খেলো ইন্ডিয়া প্যারা গেমস-এর দুটি পর্ব, খেলো ইন্ডিয়া বিচ গেমস-এর দুটি পর্ব এবং একবার খেলো ইন্ডিয়া ওয়াটার স্পোর্টস ফেস্টিভ্যাল-এর আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতাগুলিতে ৬০ হাজারের বেশি খেলোয়াড় অংশ নিয়েছেন।

লিগস ফর উইমেনে ৩৪ রকমের খেলা

খেলাধুলায় মহিলাদের অংশগ্রহণকে আরও উৎসাহিত করতে খেলো ইন্ডিয়া উইমেনস লিগ আয়োজন করা হয়ে থাকে। ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে ৩৪ রকমের খেলা উইমেনস লিগ আয়োজন করা হয়েছে। ২,৪০৭ টি প্রতিযোগিতায় ২ লক্ষের বেশি প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন।

জম্মু-কাশ্মীরের প্রতিটি জেলায় ৫টি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র

খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পে কেন্দ্রশাসিত জম্মু-কাশ্মীরে প্রতিটি জেলায় ৫টি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের জন্য এটি বিশেষ এক উদ্যোগ। ইতিমধ্যে এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১০০টি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র গড়ে তোলার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

শিশুদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিভার অন্বেষণে কীর্তি প্রকল্প

৯ থেকে ১৮ বছরের শিশুদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিভাকে শনাক্ত করে তার বিকাশ ঘটানোর জন্য দেশজুড়ে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যার নাম খেলো ইন্ডিয়া রাইজিং ট্যালেন্ট আইডেন্টিফিকেশন বা কীর্তি। দেশের ১৭৪টি প্রতিভা মূল্যায়ণ কেন্দ্রে সম্ভাবনাময় শিশুদের চিহ্নিত করা হয়। এই শিশুরা আগামীদিনে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতকে উচ্চ এক স্থানে উন্নীত করবে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে ২০৩৬ সালের মধ্যে ভারতকে প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে প্রথম ৫টি দেশের মধ্যে একটি দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে ভালো খেলোয়াড় তৈরি করা হবে।

বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস : এপ্রিল ১৮, ২০২৬

দেশের মর্মবাণী নিহিত বিশ্ব ঐতিহ্যে

আমাদের ঐতিহ্য শুধু পাথর, লিপি বা ধ্বংসাবশেষ নয়। এটি পাওয়া যায় প্রতিটি মন্দির গাত্রের ফিসফিসানিতে, প্রাচীন দুর্গের প্রতিটি খাঁজে এবং প্রজন্মান্তরে বয়ে চলা প্রত্যেকটি লোকগীতিতে। প্রতি বছর ১৮ এপ্রিল পালিত বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এই আবহমান কালের সম্পদের প্রশংসাই যথেষ্ট নয়, এর সংরক্ষণ জরুরি।

“সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শুধুমাত্র ইতিহাস নয়, বরং এটা মানবজাতির সচেতনতার অংশ। যখনই কেউ ঐতিহাসিক কোন স্থান দেখে, আমাদের মনে পড়ে যায় বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক ঘটনাবলি।”

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস পালিত হয় ১৮ এপ্রিল

বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস পালিত হয় ১৮ এপ্রিল। এই দিনটি আন্তর্জাতিক স্মারক এবং স্থল দিবস হিসাবেও পরিচিত। এই দিনটি মানুষী ঐতিহ্যের সম্মান ও রক্ষায় নিবেদিত। ১৯৮২-তে দিনটি পালনের সূচনা করে আইসিওএমওএস (ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মনুমেন্টস অ্যান্ড সাইটস)। পরে ১৯৮৩-তে ইউনেসকো সরকারিভাবে এটিকে গ্রহণ করে।

দেশে ৪৪টি বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল

সাংস্কৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য স্থল : ৩৬	প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল : ০৭
মিশ্র বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল : ০১	

২০১৪ থেকে ইউনেসকো বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ঐতিহ্যস্থল

২০২১
কাকতীয় রুদ্রেশ্বর (রামাপ্পা) মন্দির, তেলঙ্গানা

২০১৪

রানি-কি-ভাভ (রানির কূপ) পাটান, গুজরাট

২০১৪

গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক, হিমাচল প্রদেশ

২০১৬

নালন্দা মহাবিহারের প্রত্নতাত্ত্বিকস্থল (নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়)

২০১৬

লে কর্বুসিয়েরের স্থাপত্যকর্ম, চণ্ডীগড়

২০২৫

ভারতের মরাঠা সামরিক সাম্রাজ্য, মহারাষ্ট্র

২০১৬

খাংচেনজংগা জাতীয় উদ্যান, সিকিম

২০১৭

আমেদাবাদের ঐতিহাসিক শহর, গুজরাট

২০১৮

মুম্বাইয়ের ভিক্টোরীয় এবং আর্ট ডেকো স্থাপত্য, মহারাষ্ট্র

২০১৯

জয়পুর শহর, রাজস্থান

২০২১

ঢোলাভিরা : হরপ্পা শহর, গুজরাট

২০২৩

হয়সালার পবিত্র স্থাপত্যসমূহ, কর্ণাটক

২০২৩

শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী

২০২৪

আহোম রাজবংশের সমাধি স্তূপ ময়দাম, অসম

২০১৪ থেকে ইউনেসকো প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

জানদিয়ালা গুরু: ভারতের পাঞ্জাবের ঠঠেরাদের চিরাচরিত পিতল ও তামার বাসন নির্মাণ শিল্প	২০১৪
যোগাসন, সব রাজ্য	২০১৬
নওরোজ, সব রাজ্য	২০১৬
কুম্ভ মেলা, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ	২০১৭
কলকাতার দুর্গা পূজা, পশ্চিমবঙ্গ	২০২১
গুজরাটের গরবা	২০২৩

বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশ্বঐতিহ্য কেন্দ্রের কাছে দেওয়া প্রস্তাব

সারনাথের প্রাচীন বৌদ্ধ স্মারক (২০২৫-২০২৬)

জিংকিয়েংরি/লিউ চরাই প্রাকৃতিক ঐতিহ্য (২০২৬-২৭)

ভারতে এআই এবং সেমিকন্ডাক্টর উদ্যোগগুলি বিশ্বজনের কল্যাণ করবে

আজ যখন গোটা বিশ্ব ভারতের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিয়ে কথা বলে তখন 'গুজরাট মডেল' প্রশংসিত হয়। গুজরাট দেখিয়েছে কল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলি উন্নয়নের জন্য পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ৩১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০,০০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের গুজরাট উন্নয়ন প্রকল্প উপহার দিলেন। এছাড়া, তিনি তাঁর এই সফরকালে ঐতিহ্য সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন, বললেন একবিংশ শতাব্দীর ভারত শুধুমাত্র পরিবর্তনের সাক্ষী না হয়ে, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সেই পরিবর্তনকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে...

ভারতের নেতৃত্বের দর্শন স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ : প্রকৃত উন্নয়ন হয় তখনই যখন গ্রামগুলি সংযুক্ত হয় বাজারের সঙ্গে, কৃষকরা সুবিধার সঙ্গে এবং তরুণরা কর্মসংস্থানের সঙ্গে। এই সেই দর্শন যা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায় শুধুমাত্র পরিকাঠামোয় নিয়মিত যথেষ্ট বিনিয়োগ নয়, এই সব প্রকল্পের সময় বেঁধে রূপায়ণ নিশ্চিত করতে, যাতে নাগরিকদের কাছে সরাসরি সুবিধা পৌঁছে যায়। এই লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রধানমন্ত্রী মোদী ৩১ মার্চ গুজরাটে পৌঁছোন, যেখানে তিনি তিনটি জনসভায় ভাষণ দেন। ভাব-থারাডে তিনি গ্রাম এবং বাজারের সংযোগ ঘটাতে একাধিক সড়ক ও রেল যোগাযোগ প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন; একই সঙ্গে তিনি সানন্দ, আমেদাবাদে কর্মসংস্থানের উল্লেখযোগ্য উন্নতির লক্ষ্যে একটি সেমিকন্ডাক্টর কারখানার উদ্বোধন করেন। এছাড়া তিনি উৎসর্গ করেন জাতির উদ্দেশে জল ব্যবস্থাপনা,

ভারতের সেমিকন্ডাক্টর শিল্প বিভিন্ন রাজ্যে দ্রুত এগোচ্ছে, তৈরি করছে নতুন সুযোগ, অগণিত তরুণদের জন্য। আমরা এখন কাজ করছি 'সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০' নিয়ে এই প্রয়াসকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে যেতে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

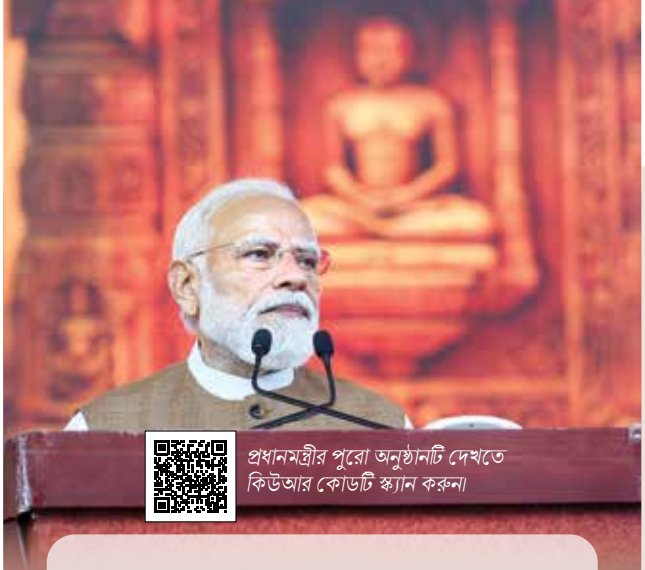

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

প্রধানমন্ত্রী ৯টি সংকল্পের পুনরুল্লেখ করলেন এবং

যোগ করলেন ১০ম সংকল্প

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন যে, যখন আমরা ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া ছাড়িয়ে সমাজ এবং দেশের লক্ষ্যে কাজ করি, তখন দেশের উন্নয়ন আরও বেশি গতি পায়। এই ভাবনায় ভর করে প্রধানমন্ত্রী যোগ করলেন ১০ম সংকল্প আগের ৯টির সঙ্গে যা তিনি রেখেছিলেন দেশের সামনে...

1. প্রথম সংকল্প : জল সংরক্ষণ
2. দ্বিতীয় সংকল্প : এক পেড় মা কে নাম
3. তৃতীয় সংকল্প : স্বচ্ছতা মিশন
4. চতুর্থ সংকল্প : ভোকাল ফর লোকাল
5. পঞ্চম সংকল্প : 'দেশ দর্শন'
6. ষষ্ঠ সংকল্প : প্রাকৃতিক চাষ
7. সপ্তম সংকল্প : সুস্থ জীবনশৈলী
8. অষ্টম সংকল্প : যোগ ও খেলা
9. নবম সংকল্প : দরিদ্রকে সাহায্য
10. দশম সংকল্প : ভারতীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষণ

সানন্দ 'কেয়নেস সেমিকন' কারখানার উদ্বোধন

- কেয়নেস সেমিকন কারখানায় অত্যাধুনিক ইন্টেলিজেন্ট পাওয়ার মডিউল উৎপাদন দিয়ে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হল।
- মাইক্রন টেকনোলজির পর ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশনের অধীনে অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে এটি দ্বিতীয় সেমিকন্ডাক্টর কারখানা যেখানে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হল।
- কারখানার সবকটি পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ হলে এর উৎপাদন ক্ষমতা পৌঁছোবে দৈনিক ৬.৩৩ মিলিয়ন ইউনিটে।
- এই প্রকল্পের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিকটি হল ভারতের দ্বিতীয় আউটসোর্সড সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড টেস্ট (ওএসএটি) অথবা অ্যাসেম্বলি, টেস্টিং, মার্কিন অ্যান্ড প্যাকিং (এটিএমপি) ইউনিটের উৎপাদন পর্বে প্রবেশ।
- এই কারখানা দেশজ সেমিকন্ডাক্টর প্যাকেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে, ফলে ভারতের চিপ পরিমণ্ডলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি মেটাবে।

২০,০০০ কোটি টাকা মূল্যের উন্নয়ন প্রকল্প

ভাব-থরডে প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০,০০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, এবং পর্যটন সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্প। একই সঙ্গে গান্ধীনগরে প্রধানমন্ত্রী মোদী পবিত্র মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে সম্রাট সম্প্রতি মিউজিয়ামের উদ্বোধন করলেন।

গুজরাটের সানন্দে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন সিইএনএস সেমিকন ওএসএটি কারখানার, একটি মাইলফলক যা ভবিষ্যতের প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনে বিশ্ব নেতা হয়ে ওঠার ভারতের প্রয়াসে আরও গতি আনবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি মাইক্রন কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়েছে, সিইএনএস টেকনোলজিস কেমিকন্ডাক্টর কা র খা না য় উৎপাদন শুরু হবে আজ ৩১ মার্চ থেকেই। ভারতের পক্ষে এই মনে রাখার মতো ঘটনার উল্লেখ করে তিনি ঘোষণা করেন : "This is India's 'Techade'!" প্রযুক্তি, এআই এবং সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোগের সুফল পৌঁছোবেই গোটা মানব সমাজ, সমগ্র বিশ্বের কাছে। নতুন কারখানাগুলি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড'-কে আরও উৎসাহিত করবে।

ভারত বিশ্বাস করে যে, একবিংশ শতাব্দীর এই সময়টা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সময় নয়, এটা ভবিষ্যতের প্রযুক্তির পরিমণ্ডল গড়ে তোলার সময়। সেই জন্য আমি এই ডেকেডকে বলি এই ডেকেড ভারতের টেকএড। এই

উদ্বোধন

সড়ক ও রেল যোগাযোগ বৃদ্ধি

৫,১০০+ কোটি টাকা মূল্যের আমেদাবাদ-ঢোলেরা এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন

এই এক্সপ্রেসওয়ে আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে এবং ঢোলেরা স্পেশাল ইনভেস্টমেন্ট রিজিয়নে শিল্পোন্নয়ন ঘটাবে।

- গান্ধীনগর-কোবা-আরোদরাম রোডে পিডিপিইউ জংশনে ফ্লাইওভারের উদ্বোধন।
- রাজকোট-কানালুস ডাবলিং প্রকল্প (১১১.২০ কিমি)-র অংশ কানালুস-জামনগর ডাবলিং প্রকল্প (২৮ কিমি) এবং গান্ধীধাম-আদিপুর শাখায় (১০.৬৯ কিমি) কোয়াড্রুবলিং জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ।
- হিম্মতনগর-খেড়ব্রহ্ম গেজ পরিবর্তন প্রকল্প (৫৪.৮৩ কিমি)-এর উদ্বোধন, যা এই অঞ্চলে রেল যোগাযোগ ও যাত্রী চলাচলের উন্নতি করবে।
- খেড়ব্রহ্ম-হিম্মতনগর-আসারওয়া ট্রেন পরিষেবার উদ্বোধন।

অতিরিক্ত সুবিধার উদ্বোধন

৩,৬৫০ কোটি টাকা মূল্যের খাভড়া পুলিং স্টেশন-২ এবং এর সংশ্লিষ্ট ৪.৫ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ট্রান্সমিশন লাই প্রকল্পের উদ্বোধন।

- আমেদাবাদের আসারওয়ায় সিভিল হাসপাতালে ৮৫৮ শয্যার সেন্টার হোম এবং গান্ধীনগরে সিভিল হাসপাতাল ও জিএমইআরএস মেডিকেল কলেজে একইরকম সুবিধার উদ্বোধন।
- প্রায় ১,৭৮০ কোটি টাকার দুটি প্রধান জলের পাইপলাইন প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।
- আমেদাবাদের ভেজালপুরে হোস্টেলের উদ্বোধন।

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির শিলান্যাস

- পেভড শোল্ডার্স সহ চার লেনের ইডার-বাদোলি বাইপাস রোড নির্মাণ।
- এনএইচ-৭৫৪কে অধীন ঢোলাবিরা-মৌভাদা-ভাউভা-সানতালপুর শাখা (প্যাকেজ ২)-র দুই লেনের রাস্তায় উন্নীতকরণ পেড পেভড শোল্ডার্স সহ।
- গান্ধীনগর-কোবা-এয়ারপোর্ট রোডের ভাইজিপুরা জংশনে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্প। ফ্লাইওভারের নিচে থাকবে সংগঠিত পার্কিং-এর সুবিধা।
- বনসকান্থায় বলরাম মহাদেব ও বিশ্বেশ্বর মহাদেব-এ পর্যটন পরিকাঠামোর কাজের শিলান্যাস।
- অম্বাজি এবং সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকার জন্য একটি জল সরবরাহ কর্মসূচি। এতে উপকৃত হবে প্রায় ১.৫ লক্ষ মানুষ।

প্রায় ১,০০০ **কোটি টাকা বিনিয়োগ গান্ধীনগর জেলায় নির্মিত ৩টি সবরমতি রিভারফ্রন্ট এক্সটেনশন প্রকল্পে**

উদ্যোগগুলি প্রযুক্তি সংক্রান্ত যা ভারত এই দশকে গ্রহণ করেছে তা ভারতকে আগামী দশকগুলিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত করবে। যদি আমরা এআই গ্রহণের বিষয়টি দেখি, ভারত বিশ্বে প্রত্যেকের আগে। আমরা ভারতীয়রা প্রযুক্তি আবিস্কার করি, ডিজিটাল ইন্ডিয়া সাফল্য, চমকপ্রদ কাজ হচ্ছে ফিনটেকে, এতে আমরা বুঝতে পারবো প্রযুক্তিতে ভারতীয়দের কতটা আস্থা, এটা তাই দেখাচ্ছে। মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মোদী গান্ধীনগরে কোবাতীর্থে সম্রাট সম্প্রতি মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেন। অশোকের পৌত্র সম্রাট সম্প্রতির নামে প্রতিষ্ঠিত, যিনি বিখ্যাত ছিলেন জৈন ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য। তিনি বলেন, যখন অস্থিরতা এবং অশান্তির আগুন গোটা বিশ্বকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সেই সময় সম্রাট সম্প্রতি মিউজিয়ামের বার্তা শুধু ভারত নয়, সমগ্র মানব সমাজের কাছে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকশো বছরের প্রাচীন বিরল জ্ঞান লিপিবদ্ধ ছিল তালপাতায় এবং ভোজপত্রের বল্কলে তার সংরক্ষণ ও সংকলন করা হয়েছে কোবাতীর্থে। এই উদ্যোগ শুধুমাত্র আমাদের অতীতের সঙ্গে আমাদের বর্তমানের সেতুবন্ধনই করবে না, এটি আমাদের ভবিষ্যতের জন্যও অশেষ উপযোগী।

PMO India
@PMOIndia

हमारी economy के fundamentals मज़बूत हैं।

और सरकार पल-पल बदलते हालात पर नज़र रखे हुए है।

सरकार, इसके short-term, medium-term और long-term,ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है: PM @narendramodi

रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India
@DefenceMinIndia

लगभग पाँच वर्ष पहले, जब प्रधानमंत्री जी ने, सैनिक स्कूलों में बच्चियों के प्रवेश की शुरूआत का निर्णय लिया, तो वह एक ऐतिहासिक निर्णय था। वह निर्णय, हमारी नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में, एक क्रांतिकारी कदम था। मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, कि इस विद्यालय की होनहार बालिकाओं ने, inter-school बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स तथा cultural programs में, उत्कृष्ट प्रदर्शन करके यह साबित कर दिया है, कि हमारी 'बेटियाँ', किसी भी क्षेत्र में, हमारे 'बेटों' से कम नहीं हैं: रक्षा मंत्री श्री @rajnathsingh

Office of Amit Shah
@AmitShahOffice

AI समिट में देश के युवाओं के लिए जो अवसर बनाने का काम मोदी जी कर रहे थे, उसमें कांग्रेस ने बाधा डालने का काम किया। इसे पूरे देश ने देखा है और इस पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए :केन्द्रीय गृह मंत्री श्री @AmitShah जी
#AmitShahOnTimesNow

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri @narendramodi Ji, has approved the Small Hydro Power (SHP) Development Scheme for FY 2026-27 to FY 2030-31. The initiative will promote projects of 1-25 MW capacity, particularly in hilly and North-Eastern regions with significant untapped potential.

Giriraj Singh
@girirajsinghbjp

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक हब के रूप में उभर रहा है।

स्मार्टफोन अब देश का सबसे बड़ा मर्चेंडाइज निर्यात बन चुका है, और अमेरिका को आपूर्ति के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है।

'मेक इन इंडिया' और PLI योजना के माध्यम से उत्पादन, निवेश, रोजगार और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

Dharmendra Pradhan
@dpradhanbjp

Until 2014, only 54 institutions from India were featured in the QS rankings. Today, that number has risen to 290.

This remarkable growth over the past 11-12 years stands as a global testament to our sustained efforts in strengthening and transforming the education sector.

Focus on 'Team India': PM to CMs in meet on W Asia war

Govt working to minimise crisis impact on India: PM

Slams Oppn For Rumours 'Causing Major Harm To Country'

PM unveils chip facility, ₹20k-cr Guj infra projects

HT Correspondent

AHMEDABAD: Prime Minister Narendra Modi on Tuesday inaugurated Kaynes Technology's semiconductor manufacturing facility in Sanand, Gujarat and said India is strengthening its role as a reliable semiconductor supplier in the global market.

He said the inauguration of the facility strengthens India's push towards self-reliance and marks a landmark step in building a robust semiconductor ecosystem.

Modi also launched and dedicated multiple infrastructure projects across Gujarat worth over ₹20,000 crore, covering roads, railways, power, water supply and urban development. He also inaugurated the Ahmedabad-Dholera Expressway, an access-controlled highway built at a cost of over ₹5,300 crore. Addressing a public gathering at Vav-Tharad in Banaskantha district, Modi said, "The day is not far when Gujarat will emerge as a very big centre of renewable energy in the world."

Built with an investment of about ₹3,300 crore under the India Semiconductor Mission, the Sanand plant has a production capacity of 6.33 million units per day. The Prime Minister said it has already secured export orders, making it operational from day one.

Modi said India's decision to join the Pax Silica initiative, a US-led strategic coalition to secure the global silicon supply chain among trusted partner nations including Japan, South Korea, the UK and Israel, aims to strengthen the supply of critical minerals.

PM Narendra Modi at a public meeting in Vav-Tharad.

a sense, a new bridge has emerged today between Sanand and Silicon Valley; the plant in Sanand is now supplying Intelligent Power Modules to a company based in California. Today is a day for Make in India, Make for the World," the Prime Minister added.

Modi said India launched the Semiconductor Mission in 2021 which is not just an industrial policy but a declaration of India's confidence. "India launched Semiconductor Mission 2 in the last budget to make the country self-reliant in every sector of production," he added.

India's semiconductor market is currently estimated at around $50 billion and is projected to cross $100 billion by the end of the decade according to industry estimates cited by PM Modi.

Meanwhile, in Gandhinagar, Modi inaugurated the Samrat Samprati Museum at Koba Tirth and criticised previous governments for neglecting India's manuscript heritage.

The museum, located at the Mahavir Jain Aradhana Kendra campus and supported by the Torrent Group, houses artefacts, manuscripts and historical collections related to Jainism.

NEW FLIGHT TO UTTAR PRADESH'S GROWTH AND DEVELOPMENT: CM YOGI

PM opens Jewar airport, flags ethanol push as shield against energy crisis

Highlights role of farmers, especially sugarcane growers in Western UP

India has become free from Naxals, declares Shah in LS

UNION HOME MINISTER SPEAKS IN LOK SABHA DAY BEFORE MARCH 31 DEADLINE

Maoists 'more or less wiped out' from Bastar, says Shah; task not over: Opp

India has become 'Naxal-free', says Shah, blames Cong for 'Red Corridor'

বিশ্ব পৃথ্বী দিবস : এপ্রিল ২২

পৃথিবীকে রক্ষা করা সকলের দায়িত্ব

"माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः", অর্থাৎ "এই পৃথিবী আমাদের মা, আর আমরা তার সন্তান"। এই কথাটি মনুষ্য ও প্রকৃতির মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, তাকে বোঝায়। কেবলমাত্র তাই নয়, এই পৃথিবী আমাদের জীবনধারণ করে এবং আমাদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করে। এজন্যই প্রতি বছর ২২ এপ্রিল দিনটি বিশ্ব পৃথ্বী দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই দিনটি পালনের মূল লক্ষ্য হল, পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। পাশাপাশি আমাদের গ্রহরে সুরক্ষা এবং এর যথাযথ সুরক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে তোলা।

বিশ্ব পৃথ্বী দিবসে এই গ্রহকে উন্নত করার জন্য যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের প্রশংসা করছি। ভারত প্রকৃতির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সুসংহত উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ- *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 APRIL 16-30, 2026
RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: April 03,2026 Pages: 54)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHED:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003